পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 254 Tuesday, 13 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৫৪ সংখ্যা ❋ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রবিবারের মধ্যে না পারলে সিবিআই-কে দিয়ে দেব মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ আরজিকর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাড়ি পৌঁছে বড় কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ মৃত চিকিৎসকের বাড়ি পৌঁছন মমতা। মৃত মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার জানান, রবিবারের মধ্যে কিনারা না করতে পারলে সিবিআই-কে দিয়ে দেব। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান সরকারের পক্ষ থেকে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে। বলেন, ''আজ অধ্যক্ষ নিজেই ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। উনি বলছিলেন যে আমার বাড়িতেও বাচ্চারা আছে। আমায় গালিগালাজ করছে। আমরা ওনাকে বুঝিয়ে বলেছি ঠিক আছে কাজ করতে হবে না। আমরা ওনাকে সরিয়েছি অন্য জায়গায়। আমরা ওইখানে এমএসভিপি-কে সরিয়েছি। হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টকেও সরিয়েছি। পুলিশ পোস্টের যে এসিপি ছিলেন তাঁকে সরিয়ে দিয়েছি। সবাইকে সরানো হয়েছে। ডগস্কোয়াড ও ফরেন্সিক সকলকে কাজে লাগানো হচ্ছে। যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়।'' সঙ্গে এও বলেন, ''আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি পারে দোষীদের গ্রেফতার করুক। যদি রবিবার পর্যন্ত না পারে, কারণ ভিতরেও তো অনেকে আছেন। তাই এই কেসটা তখন আমরা আর নিজেদের হাতে রাখব না। সিবিআইকে দিয়ে দেব। তার কারণ আমার এতে লেনাদেনা কিছুই নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলেছি।'' তবে কেস সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার কথা বললেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও জানিয়েছেন, ''সিবিআই-এর সাকসেস রেট

কম। তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা আজ অবধি বিচার পায়নি। নন্দীগ্রামে যখন ১৪ জন গুলিতে মারা যাওয়ার কেস আজও সিবিআই সলভ করেনি। রিজওয়ানুর ইস্যু, রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরির বিচারও করতে পারেনি। তবুও, মানুষের সন্তুষ্টির জন্য, অনেকেই হয়ত ভাবতে পারে পুলিশ ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। যদিও কলকাতা পুলিশ হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুলিশ। তবুও যদি কেস সলভ না হয় তাহলে ওদের হাতে তুলে দেব।'' সূত্রের খবর, ঘটনার পর পুলিশ যেভাবে আত্মহত্যার কথা বলেছিল, তা নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নিহত ছাত্রীর বাবা-মা। জানা যাচ্ছে, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, মেয়ের রক্তমাখা দেহ দেখেও পুলিশ ময়নাতদন্তের আগেই কেন বলেছিল, যে এটি আত্মহত্যার ঘটনা। জানা যাচ্ছে, এরপরই পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, পুলিশ দ্রুত বাকি অপরাধীদের ধরতে না পারলে সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হবে। পুলিশের যে কর্মী পরিবারকে প্রথম ফোন করেছিল, তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ আরজিকর কাণ্ডে তদন্তের স্ক্যানারে রাখা হচ্ছে সন্দেহভাজন প্রত্যেককেই। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ভাইরাল হয়েছে একটি কল রেকর্ডিং। তাতে শোনা যাচ্ছে, এপ্রান্ত থেকে বলা হচ্ছে, 'বড্ড চাপে আছি। এমন একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটল কিন্তু কিছু করতে পারছি না।' ওপ্রান্তের উত্তর, 'আর জি কর-এ আর ভরসা কোরো না দাদা। সবাই বুঝতে পারছে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার একার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। কমপক্ষে দুজন বা তিনজন এর পিছনে।' ওই কল রেকর্ডিংয়েই শোনা যাচ্ছে, ঘটনার সঙ্গে এক ইন্টার্নের নাকি যোগ রয়েছে। তাকে বাঁচাতেই 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারকে। এই রেকর্ডিংয়ের সত্যতা যাচাই করেনি 'দুরন্ত বার্তা'। কিন্তু আরজি করের অন্দরের খবর, এই ঘটনায় ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দিকে আঙুল উঠছে ছাত্রদের তরফেই। আর তা ধামাচাপা দিতেই তদন্তের অভিমুখ ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। দু-এক জন ইন্টার্ন চিকিৎসকের নামও সামনে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন পলাতক বলেও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই নিয়ে স্পষ্ট কোনও অভিযোগ কেউই কোথাও দায়ের করেননি। পুলিশও কিছু জানায়নি এখনও।

ইউজিসি-নেট বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করা মামলা খারিজ সুপ্রীম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ পরীক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হবে না, ইউজিসি-নেট মামলায় সোমবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ইউজিসি-নেট পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। তারই শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই পর্যায়ে এসে পরীক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। সেক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। প্রশ্নফাঁস নিয়ে ডামাডোলের মধ্যে আগামী ২১ আগস্ট নতুন করে ইউজিসি-নেট পরীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় একপক্ষ। পুরনো পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি তাঁরা। যদিও সোমবার শুনানিতে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, প্রায় দু'মাস হয়ে গিয়েছে। ২১ আগস্ট ফের পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। এমন সময়ে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাকে গুরুত্ব দেওয়া হলে, তার ফলে অযথা অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। এর আগে জুলাই মাসেও ইউজিসি-নেট পরীক্ষাকে বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাটিও খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। এদিকে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২১ আগস্ট প্রায় ৯ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ইউজিসি-নেট পরীক্ষায় বসবেন। সেই পরীক্ষার আগে কোনওরকম ডামাডোল চাইছে সর্বোচ্চ আদালত।

প্রদেশ সভাপতিদের বৈঠকে ডাক পেলেন অধীরও

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ আগামিকাল মঙ্গলবার দেশের সব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক ডাকল এআইসিসি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই বৈঠকে ডাক পেয়েছেন অধীর চৌধুরীও। গত কয়েকদিন আগেই রাহুল গান্ধির সঙ্গে একান্তে দেখা করেছিলেন অধীর। বাংলায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ অধীরকে দিয়েছিলেন রাহুল। এর পরদিনই অধীরকে ফোন করেছিলেন কেসি ভেনুগোপালও। বাংলায় সাংগঠনিক কাজ নিয়ে কথা হয় তাদের মধ্যে। তবে কি বাংলায় প্রদেশ কংগ্রেসে অধীরের উপরই ভরসা রাখছে হাই কমান্ড? তুঙ্গে জল্পনা। রাহুলের সঙ্গে দেখা করার পরদিনই অধীর চৌধুরীকে ফোন করেছিলেন কেসি ভেনুগোপাল। সূত্রের খবর, ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দু'টি তারিখ নির্দিষ্ট করতে বলেন। জানান, রাহুল গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়্গে বাংলায় একটি সভা করতে চান।

পদত্যাগের পরেই ন্যাশনাল মেডিক্যালে বহাল সন্দীপ! আরজি করের দায়িত্বে সুহৃতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ পড়ুয়াদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে সকালে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র দিয়ে এসেছিলেন আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। বিকেলে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব বহাল করা হয়েছে তাঁকে। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের নতুন অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডাক্তার সুহৃতা পালকে। এদিন সন্ধেয় নতুন করে এই বিজ্ঞপ্তি জারির পরেই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের কুশপুতুল পোড়ান আন্দোলনরত ডাক্তাররা। স্নাতকোত্তর ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ সামনে আসার পরেই অভিযুক্তের শাস্তি ও অধ্যক্ষের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব দেওয়া হয় ডাক্তার সুহৃতা পালকে। আবর সন্দীপ ঘোষকে বহালের প্রতিবাদে খেপে উঠলেন সেখানকার পড়ুয়ারা। জানা গেছে, সন্দীপ ঘোষ বহাল হওয়ার খবর পেতেই হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। স্পষ্ট জানিয়েছেন, অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁরা কোনওমতেই মানবেন না অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষকে। পড়ুয়াদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে সোমবার সকালে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র দিয়ে এসেছিলেন আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ''আমি কোনও চাপের মুখে পদত্যাগ করছি না। আমি স্বেচ্ছায়

সন্দীপ ঘোষ চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হতেই, অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন পড়ুয়ারা

পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ। কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পদত্যাগ করছি। যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তার অভিঘাতে আমি বিপর্যস্ত। শুধু একজন শিক্ষক হিসেবে নয়, একজন বাবা হিসেবেও কিছুতেই এটা মানতে পারছি না।''

রাজ্যের অন্য মেডিক্যাল কলেজেও। এই পরিস্থিতিতেই সোমবারই অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন। তবে তিনি বলেন, ''আমি কোনও চাপের মুখে পদত্যাগ করছি না। আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছি। যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তার অভিঘাতে আমি বিপর্যস্ত। শুধু একজন শিক্ষক হিসেবে নয়, একজন বাবা হিসেবেও কিছুতেই এটা মানতে পারছি না।'' একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মুখে কথা বসিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ রাজনৈতিক খেলায় নেমেছেন। এটা বুঝতে পেরে আরও মর্মাহত তিনি। এদিন সকালে প্রতিদিনের মতোই দফতরে আসেন ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। কিছুক্ষণ পরে সাংবাদিকদের সামনে এসে নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। পরে স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেন। এর কিছুক্ষণ পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''উনি জানিয়েছেন মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত। আরজিকরের প্রিন্সিপালের পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান। ওঁকে আমরা অন্য কোথাও পাঠাব।'' এরপরেই কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহাল করা হয় তাঁকে। অন্যদিকে একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মুখে কথা বসিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ রাজনৈতিক খেলায় নেমেছেন। এটা বুঝতে পেরে আরও মর্মাহত তিনি। এদিন সকালে প্রতিদিনের মতোই দফতরে আসেন ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। কিছুক্ষণ পরে সাংবাদিকদের সামনে এসে নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। পরে স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেন। এর পরে বিকেলেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব বহাল করা হয়েছে তাঁকে। এদিন সন্ধেয় নতুন করে এই বিজ্ঞপ্তি জারির পরেই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের কুশপুতুল পোড়ান আন্দোলনরত ডাক্তাররা। প্রসঙ্গত, আজই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''উনি (সন্দীপ ঘোষ) জানিয়েছেন, মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত। আরজিকরের প্রিন্সিপালের পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান। ওঁকে আমরা অন্য কোথাও পাঠাব।'' এরপরেই কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহাল করা হয় তাঁকে। অন্যদিকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব দেওয়া হয় ডাক্তার সুহৃতা পালকে।

মমতার কাছে কঠোর পদক্ষেপ ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার আর্জি ইন্ডিয়া-শরিক প্রিয়ঙ্কার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ আর জি কর-কাণ্ডে সোমবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারকে কঠোর পদক্ষেপের আর্জি জানালেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা। এক মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগের ঘটনায় ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন ইন্ডিয়া জোট শরিক দলের নেত্রী প্রিয়ঙ্কা। প্রসঙ্গত, কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে শুক্রবার সকালে সেমিনার হলের ভিতরে স্নাতকোত্তর শিক্ষানবীশ ডাক্তার ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও দেশের রাজনীতিতে এখন তোলপাড় চলছে। সেই ঘটনা নিয়ে এদিন দুপুরের পর প্রিয়ঙ্কা এক্সবার্তায় বলেন, 'কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে এক ট্রেনি ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা হৃদয়বিদারক।' তিনি বলেন, 'এদেশে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা অত্যন্ত বড় একটা ইস্যু। আর এক্ষেত্রে সত্যিকারের চেষ্টা করা জরুরি। আমি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি।' প্রিয়ঙ্কা লিখেছেন, 'অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' নির্যাতিতার পরিবার ও সহকর্মী ডাক্তারদের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার কথাও বলেন প্রিয়ঙ্কা। অন্যদিকে, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তার-ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজধর্ম পালন নিয়ে নিশানা করে বিজেপি। সোমবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার রাজ্য বাংলায় কী চলছে? এক মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করা হল।'' এবার ওখানে স্বচ্ছ তদন্ত হবে কি, প্রশ্ন তোলেন বিহারের পাটনা সাহিব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। তাঁর দাবি, ''আমার কাছে সব তথ্য আছে। ওখানে যে কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে তাতে মনোবিদও রয়েছেন। ওখানকার ডাক্তাররা বলছেন, উনি

রাতে আরাম করতে উপরে কেন গিয়েছিলেন?'' তিনি বলেন, ''রাত ২টো সময় যদি কারও শিফট শেষ হয়, তাহলে তিনি আরাম করতে যাবেন না তো কী করবেন? আমাদের অভিযোগ, ওই কমিটিতে তৃণমূলের কিছু সদস্যকেও রেখে দেওয়া হয়েছে। একজনকে পাকড়াও করে খাড়া করে দেওয়া হয়েছে। যার সম্পর্কে এখন নানান রকম কথা লেখা হচ্ছে। চারটি বিয়ে, তিনটি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। এর মানে কী?'' তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তেমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এই ঘটনা এতটাই গুরুতর যে, দেশের ডাক্তাররা আজ এই ইস্যুতে কর্মবিরতি করছেন। আর বাংলায় তো সমস্ত মহিলা ডাক্তার ও অন্যরা আজ রাস্তায় নেমেছেন। প্রসাদ এরপর মমতাকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, ''আপনার রাজ্যে বিপক্ষদের সঙ্গে কী করা হয়, তা তো আমাদের জানাই আছে। ভোটে কী হয়, আপনার সঙ্গে তো এ নিয়ে আমার কথাও হয়েছে। এবার ওখানে মেয়ে ডাক্তারদের সঙ্গেও কি অন্যায় হবে!'' তিনি জোর দিয়ে বলেন, ''বাংলায় যা চলছে তা সরকারি মদপুষ্ট আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।'' মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগের হাড়িকাঠে চাপিয়ে রবিশঙ্করের অভিযোগ, ''আপনি এই ঘটনার উপযুক্ত পোস্টমর্টেম করাননি। রিপোর্ট ঠিক করে তৈরি হচ্ছে না। ডাক্তার কিছু বলছে, কিছু লোক সমাজের কথা বলছে। এসব হচ্ছেটা কী! কম করে মৃতকে ন্যায় দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনি'', মমতাকে প্রশ্ন করেন বিজেপি নেতা। তাঁর দাবি, ''বিজেপি চায় এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত হোক। আমাদের রাজ্য নেতারাও সেই দাবির কথা জানিয়েছেন। মমতাজি আপনি বারবার সিবিআই তদন্ত থেকে পালিয়ে বেড়ান। এবার নৃশংসভাবে নিহত এক ডাক্তারকে অন্তত ন্যায় দিয়ে দিন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাকে আমরা তীব্র নিন্দা করছি'', বলেন প্রসাদ। এদিন আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান সর্বভারতীয় ডাক্তাররা। এর ফলে দেশের সর্বত্র চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সোমবার সংগঠনের ডাকে দেশের বড় বড় শহরে কর্মবিরতি আন্দোলনে শামিল হন তাঁরা। দিল্লির ১০টি সরকারি হাসপাতালে এদিন সকাল থেকে নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতি শুরু হয়।

'আমি প্রমাণ করব, আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ভুল'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ জামিনের জন্য হন্যে হয়ে লড়ছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। জামিন কবে পাবেন বা আদৌ আদালত তাঁর আবেদন মঞ্জুর করবে কি না, সেটা সময়ই বলবে। তবে নিম্ন আদালতে নিজের আইজীবীর সঙ্গে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আলাদা ভাবে কথা বলতে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার মানিক ভট্টাচার্যের মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার জন্য দেড় ঘণ্টা সময় পাবেন মানিক ভট্টাচার্য। সেই সময় উপস্থিত থাকবেন একজন ইডি অফিসার। থাকবে একজন কোর্ট অফিসার। যারা একটু দূরে থাকবেন। খুব শীঘ্রই মানিকের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে চার্জ ফ্রেমের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে এদিন আদালতে জানায় ইডি। পাল্টা মানিক ভট্টাচার্য বলেন, ''আমি প্রমাণ করব, আমার বিরুদ্ধে যে যা অভিযোগ করেছে সেটা ভুল। স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার জন্য আমি জেল থেকে চিঠি লিখেছি।'' ২৩ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

তরুণী চিকিৎসকের দেহে আঘাত থাকলেও কোনও হাড় ভাঙেনি, বলছে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ আরজি কর কান্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে হেফাজতে নিয়ে টানা জেরা করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে চলছে মৃতার সুরতহাল রিপোর্ট এবং ময়নাতদন্ত রিপোর্টের বিশ্লেষণ। যা থেকে প্রাথমিক ভাবে পুলিশ দাবি করছে, মৃতার শরীরের কোনও হাড় ভাঙা (ফ্র্যাকচার) নেই। যদিও শরীরের উপরিভাগে ক্ষত রয়েছে। প্রসঙ্গত, ঘটনার পরে প্রথম থেকেই কোনও কোনও মহল থেকে দাবি করা হচ্ছিল, মৃতার 'পেলভিক বোন' এবং 'কলার বোন' ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। যা থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু পুলিশের এই প্রাথমিক দাবি পুরো বিষয়টির মোড় খানিকটা হলেও ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। ধৃতের ডিএনএ নমুনা ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশিই, পুলিশ বিভিন্ন ফুটেজ ইত্যাদি খতিয়ে দেখে বার করার চেষ্টা করছে যে, ঘটনাস্থলে ধৃত একা ছিলেন, না তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জন ছিলেন। কারণ, মৃতার শরীরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে এমন ধারণা জোরালো হচ্ছে যে, ধৃতের একার পক্ষে ওই ঘটনা ঘটানো কঠিন। পুলিশ তা-ই সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে। তদন্তের স্বার্থে সোমবার এক মহিলাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল লালবাজারে। পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে বেশি পরিচয় ছিল, এমন পাঁচ জনকে সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, জেরায় ধৃত অভিযুক্ত দাবি করেছেন, তিনি আগে সেমিনার হল-এ যাননি। তিনি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার খুঁজছিলেন বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন। জানিয়েছেন, তাঁর পরিচিত কারও অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। তিনি তাঁকেই খুঁজছিলেন। তখনই তিনি ওই মহিলা চিকিৎসককে সেখানে দেখেন। তার পরে ঘটনাটি ঘটান। ঘটনার পরদিন ধৃত ৪ নম্বর ব্যাটালিয়নে তাঁর বাসস্থানে ফিরে যান। তত ক্ষণে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গিয়েছে। ব্যাটালিয়নে এক জন ধৃতকে আরজি করের ঘটনাটি জানান। শুনে তিনি বলেন, ও আচ্ছা! ব্যাপারটা দেখবেন। তার পরেই পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে তুলে আনে। হাসপাতাল থেকে মৃতার বাড়িতে যিনি ফোন করে প্রথম খবর দিয়েছিলেন, আরজি করের সেই সহকারী সুপারকে মঙ্গলবার লালবাজারে ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, মৃতার পরিবারের লোকজন

জানিয়েছেন, প্রথমে হাসপাতাল থেকে তাঁদের ফোন করে বলা হয়েছিল, তাঁদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পরে দেখা যায়, সেটি খুনের ঘটনা। তারও পরে ধর্ষণের তত্ত্ব প্রকাশ্যে আসে। তখন পুলিশ ধর্ষণ এবং খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। প্রথম থেকেই প্রশ্ন ছিল, কেন প্রথমেই ওই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে বর্ণনা করা হল। সোমবার মৃতার বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তেমনই অভিযোগ পান। তিনিই বেরিয়ে জানান, কে প্রথম ওই কথা বলেছিলেন, তা খোঁজ করা হবে। তাঁকেও প্রশ্ন করবে পুলিশ। সোমবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মোট ৭ জন চিকিৎসককেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল লালবাজারে। এঁরা ঘটনার দিন 'অন ডিউটি' ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন এক সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছিলেন। বাকি ৩ জন ওই ৪ জনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। প্রয়োজনে এঁদের আবার লালবাজারে ডাকা হতে পারে। ধৃতের সঙ্গে আরও কেউ ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে এবং আরও লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতার পরিবারের ধারনা, ঘটনার পিছনে 'চক্রান্ত' থাকতে পারে। কেউ কাউকে টাকা দিয়ে থাকতে পারেন। সেই অনুযায়ী ওই ঘটনায় পিছন থেকে কেউ ইন্ধন দিয়েছিলেন কি না, তা-ও দেখা হচ্ছে। ঠিক হয়েছে, গত এক মাসের সিসিটিভি ফুটেজ সময় ভাগ ভাগ করে দেখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঘোষণা করেছেন, পাঁচ দিনের মধ্যে ককাতা পুলিশ তদন্তে 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' না দেখাতে পারলে তিনি ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দিয়ে দেবেন। সেই কারণেই তদন্তের গতি আরও দ্রুত করতে বাড়তি 'সক্রিয়' হয়েছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তের 'আওতা' আরও বাড়ানো হচ্ছে। ঠিক হয়েছে, ঘটনার রাতে হাসপাতালের অন্যান্য ফ্লোরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘটনার তদন্তে যে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছিল, তার সদস্যও বাড়িয়েছে পুলিশ। ডিসিপি অমিত ভার্মাকে ওই দলে নেওয়া হয়েছে। আগে ৭ জনের 'সিট' ছিল। এখন তার সদস্যসংখ্যা ১২। মোট তিনটি শিফ্‌টে দৈনিক তদন্তের কাজ চলবে। একটি শিফ্‌টে কাজ করবেন ৫০ জন। পাশাপাশিই ধৃতের 'ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি'ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ, এর আগে তাঁর কোনও ফৌজদারি অপরাধের ইতিহাস আছে কি না। আগে তিনি কাকে কাকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন, দেখা হচ্ছে তা-ও। ধৃতের ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত বিশেষজ্ঞেরা হাসপাতালে গিয়েছেন। বিষয়টি যাতে তাঁরা বিশদে বুঝতে পারেন, তাই তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু তথ্য বিনিময় করছে পুলিশ। হাসপাতালের সিসিটিভি আটক করেছে পুলিশ। ধৃত এবং মতা মহিলা চিকিৎসকের দু'টি মোবাইল ফোন থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

হিন্ডেনবার্গ-আদানি নিয়ে ফের একবার রাহুল-বিজেপি দ্বৈরথ, আদানি-সেবির সম্বন্ধ প্রশ্নের মুখে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ দেশের শেয়ার বাজারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রাহুল গান্ধিকে সোমবার তুলোধনা করল বিজেপি। সম্প্রতি মার্কিন অর্থবাজার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিন্ডেনবার্গ ভারতে বিরাট কিছু ঘটতে চলেছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায় ফের সরব হন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল। রবিবার রাতে গতবছর সংসদে ঝড় তোলা নেতা নতুন করে বিজেপিকে নিশানা করেন। তারই জবাবে এদিন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য এক্সবার্তায় নিন্দা করেন রাহুলের। মালব্য বলেন, ''বিরোধী দলনেতা এখন প্রকাশ্যে ভারতীয় স্টক মার্কেটের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং সন্দেহের বীজ বপন করছেন। এই প্রচেষ্টা দেশের অর্থনীতির আস্থা ও ভরসাকে বিনষ্ট করে। যা রাহুল গান্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টা ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু নয়'', বলেন মালব্য। তিনি আরও বলেছেন, ''হিন্ডেনবার্গের শেয়ার বাজারে উত্থান-পতনের অভিযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি জানিয়ে দিয়েছিল যে, ওই অভিযোগের কোনও সারবত্তা মেলেনি। তা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধি এই ধরনের অভিযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।'' মালব্যর মতে, ২০২৪ সালের ৩ জানুয়ারি দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল স্টক মার্কেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা কোনও ইচ্ছাকৃত বা সজ্ঞানে আইন ভঙ্গ হয়নি। এরপরেও রাহুল কীভাবে এ ধরনের অভিযোগ তুলতে পারেন, জবাব চেয়েছেন মালব্য। প্রসঙ্গত, রাহুল বলেছেন, হিন্ডেনবার্গের অভিযোগ সেবির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট যদি স্বেচ্ছা উদ্যোগে এ বিষয়ে ফের একবার তদন্তের নির্দেশ দেয়। রাহুল গান্ধির এই অভিযোগের কারণ হল, মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের দাবি, সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ এবং তাঁর স্বামীর বেশকিছু বৈদেশিক কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের নামে মিউচুয়াল ফান্ড ছিল। যা আদানি কেলেঙ্কারির সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। এ নিয়েই রাহুল গান্ধি সেবির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কারণ হিন্ডেরবার্গের অভিযোগ সরাসরি সেবির চেয়ারপার্সন কেন্দ্রিক। সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী এবং তাঁর স্বামী ধাওয়াল বুচ ও আদানি গ্রুপ অবশ্য এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা করেছে।

বিশ্ব হস্তি দিবস উদযাপন প্রধানমন্ত্রীর, হাতি সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট বিশ্ব হস্তি দিবস উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাতিদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই মহিমান্বিত প্রাণীদের সুস্থতার জন্য উপযোগী আবাসস্থল সরবরাহ করার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতে হাতির গভীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাপর্য তুলে ধরেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বিশ্ব হস্তি দিবস হল হাতি রক্ষার জন্য বিস্তৃত প্রচেষ্টার প্রশংসা করার একটি উপলক্ষ। একই সময়ে আমরা হাতিদের একটি অনুকূল আবাসস্থল নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। ভারতে আমাদের জন্য, হাতি আমাদের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত। এটা আনন্দের যে গত কয়েক বছরে হাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে এখনই থামবে না বৃষ্টি, উত্তর প্রদেশের জন্যও বর্ষণ-সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে এখনই থামবে না বৃষ্টি, আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত এই দুই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানেও আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত দেশের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাংশে ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। আগামী ৪-৫ দিন জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাবে বৃষ্টি হবে। এই সময়ে উত্তর-পূর্বের অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরেও বৃষ্টি হবে। এছাড়া তামিলনাড়ু এবং কেরলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চভূতে বিলীন নটবর সিং, চোখের জলে বিদায় জানালেন অগণিত মানুষ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং। চোখের জলে নটবর সিংকে বিদায় জানালেন অগণিত মানুষ। সোমবার দিল্লির লোধি শ্মশান ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা প্রমুখ। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার নটবর সিংকে শেষশ্রদ্ধা জানান।নটবর সিংকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, নটবর সিং একজন সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা নির্ভয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন, যা দেশ ও সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থে ছিল। আমি নটবর সিংকে শ্রদ্ধা জানাই, ঈশ্বর নটবর সিংয়ের পরিবারকে এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন নটবর সিং। বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হয়ে প।ছিলেন। হরিয়ানার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নগদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। সোমবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

ইউক্রেনের কয়েকটি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত কিয়েভকে বেলারুশের হুঁশিয়ারি

বিশ্ব সংবাদ সংস্থা (ইউক্রেন), ১২আগষ্টঃ- ইউক্রেন যুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে, রাশিয়ার হাতে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত, ইউক্রেনের বেশ কিছু এলাকায় সাইরেন বেজে ওঠা, কিয়েভে বড় ধরনের কয়েকটি বিস্ফোরণ এবং মিনস্কে ইউক্রেনের দূতাবাস বন্ধ করে দেয়া হবে বলে কিয়েভের প্রতি বেলারুশের হুঁশিয়ারি।রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দেশটি ইউক্রেনের বেশ কিছু ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করেছে। ওই বিবৃতির বরাত দিয়ে পার্সটুডে ফার্সি জানাচ্ছে, রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গত শনিবার রাতে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় ইউক্রেনের ৩২টি ড্রোন ও চারটি ট্যাকটিক্যাল ‘ তুচকা-ইউ’ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করেছে।এদিকে রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলের সেনা কমান্ডার অ্যালেক্সি স্মিরনোভ জানিয়েছেন, ওই অঞ্চলের একটি আবাসিক ভবনে ইউক্রেনের একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ১৩ ব্যক্তি আহত হয়েছেন যাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা সাদা আল-বালাদ জানিয়েছে, কিয়েভে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হতে যাচ্ছে বলে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী হুঁশিয়ারি দেয়ার কিছুক্ষণ পর দেশটির রাজধানীতে কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।এ সম্পর্কে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সামরিক কমান্ড তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে ঘোষণা করেছে, দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।এছাড়া, ইউক্রেনের বিমান বাহিনী ঘোষণা করেছে, রাশিয়ার সামরিক ড্রোনগুলো ইউক্রেনের পাঁচটি স্থানে হামলা চালিয়েছে।উল্লেখ করা যায়, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় কুরস্ক অঞ্চলে এক নজিরবিহীন হামলা চালানোর পর রাশিয়া পাল্টা হামলা শুরু করছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কুরস্কে ইউক্রেনের হামলাকে ‘ বড় ধরনের উস্কানিমূলক হামলা’ বলে অভিহিত করেছেন।আরেকটি খবর হচ্ছে, বেলারুশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতি প্রকাশ করে হুঁশিয়ার দিয়ে বলেছে, কিয়েভ যদি মিনস্কের বিরুদ্ধে বেপরোয়া নীতি চালিয়ে যায় তাহলে বেলারুশ মিনস্কে ইউক্রেনের দূতাবাস বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।ইউক্রেনের কয়েকটি ড্রোন বেলারুশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করার পর ওই হুঁশিয়ারি দিল মিনস্ক। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত।বেলারুশের আকাশসীমায় ইউক্রেনের অন্তত ১২টি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে বলে আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো খবর দেয়ার পর ইউক্রেনের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সকে বেলারুশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়।বেলারুশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ইউক্রেনের পক্ষ থেকে এমন পদক্ষেপ নেয়া অব্যাহত থাকলে তা আঞ্চলিক উত্তেজনা কেবল বাড়িয়েই তুলবে।এদিকে ইউক্রেন রাশিয়ার মাটিতে হামলা চালানোর পর বেলারুশ তার ইউক্রেন সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে।

কে কবিতার জামিনের আর্জি শুনলো সুপ্রিম কোর্ট, ইডি ও সিবিআই-কে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কে কবিতা। সোমবার কে কবিতার জামিনের আবেদন শুনেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিআরএস নেত্রী কে কবিতার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইডি ও সিবিআই-কে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।আবগারি দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে সিবিআই ও ইডি। এই মামলায় বহু দিন ধরেই দিল্লির তিহার জেলে বন্দি রয়েছে কে কবিতা। সম্প্রতি কে কবিতার জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কবিতা। সোমবার তাঁর এই আবেদনের শুনানি হয়।

দিল্লির বাদলি শিল্পাঞ্চল এলাকায় ফ্যাক্টরিতে আগুন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতে! সোমবার সকালে আগুন লাগল দিল্লির বাদলি শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে। যদিও, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের খবর নেই।দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে দিল্লির বাদলি শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন।

শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবারে শৈবতীর্থে পুণ্যার্থীদের ভিড়, হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসের সোমবার দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। সোমবার শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবারে দেশের বিভিন্ন শৈবতীর্থে ঢল নামলো পুণ্যার্থীদের, ভগবান শিবের মাথায় জলাভিষেক করলেন ভক্তরা। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন।শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবারে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ ভস্ম আরতি করা হয়। বিশেষ পূজার্চনা চলে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদের প্রাচীন শিবগঙ্গা মন্দিরেও পূজার্চনা এবং আচার অনুষ্ঠান করা হয়। অযোধ্যার শ্রী নাগেশ্বর নাথ মন্দিরে ভক্তরা ‘জলাভিষেক’ করেন এবং ভগবান শিবের পুজো করেন। গোরক্ষপুরের বাবা মুঞ্জেশ্বর নাথ মন্দিরে বিপুল সংখ্যক ভক্তের আগমন হয়, যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পুজো দেন ভক্তরা।

লিফটে আটকে শিশু, দরজা ভেঙে উদ্ধার

নয়ড়া, ১২ আগস্ট ঃগত রবিবার রাতে ভয়ঙ্কর ঘটনা। লিফটে আটকে পড়া এক শিশুকে উদ্ধার করা হল দরজা ভেঙে। ঘটনাটি ঘটেছে গ্রেটার নয়ডার পশ্চিমের একটি আবাসনে। জানা গেছে, রবিবার রাতে ওই আবাসনে লিফটের মধ্যে আটকে যায় ছোট্ট শিশু। তাঁকে উদ্ধার করতে লিফটের দরজা ভাঙতে বাধ্য হন সেখানকার আবাসিকরা। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে লিফটের দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শিশুটি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কীকরে এমন ঘটনা ঘটলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা

এশিয়া ও ইউরোপের কয়েকজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলী বাকেরির ফোনালাপ

ইরান,১২আগষ্টঃ- ইরানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী বাকেরি কানি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের কয়েকজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এসব আলাপে তিনি তেহরানে ইসরাইলি গুপ্ত হামলায় হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার শাহাদাত এবং গাজার একটি স্কুলে ইহুদিবাদী সেনাদের বর্বরোচিত হামলায় শতাধিক ব্যক্তির নিহত হওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলী বাকেরি রোববার বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পাশাপাশি হামাসের পলিটব্যুরো উপ প্রধানের সঙ্গে টেলিফোনে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেন। সংবাদ মাধ্যমে জানান যে ফার্সি জানাচ্ছে, বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাজ্জা লাহবিবের সঙ্গে ফোনালাপে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরাইলি গণহত্যা ১০ মাস পেরিয়ে গেছে বলে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ইসরাইলি সেনারা গাজার একটি স্কুলে ফজরের নামাজ আদায়রত ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ হামলা চালানোর পাশাপাশি বৈরুতের আবাসিক এলাকায় হামলা চালিয়ে এবং তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়েকে হত্যা করে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা লঙ্ঘন করেছে। এ সময় আলী বাকেরি কানি আরো বলেন, ইরান নিজের জাতীয় নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার স্বার্থে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আগ্রাসী ইসরাইলকে উপযুক্ত জবাব দেবে। ফোনালাপে হাজ্জা লাহবিব ফিলিস্তিনি জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানোর পাশাপাশি জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের নিন্দা জানান। তিনি বলেন যে, বেলজিয়াম ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করার প্রতি সমর্থন জানানোর পাশাপাশি পশ্চিম তীরের উগ্র ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়।এদিকে হল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ওয়েল্ডক্যাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে গাজার একটি স্কুলে ইসরাইলি সেনাদের বর্বরোচিত হামলায় শতাধিক ফিলিস্তিনির শাহাদাতের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ শুধুমাত্র এই একটি হামলা যদি আজ ইসরাইল ছাড়া অন্য কেউ চালাত তাহলে পশ্চিমা দেশগুলো এখন মানবাধিকার ও মানুষের জীবন রক্ষা করার ঝাণ্ডা হাতে মাঠে নেমে প।ত। কিন্তু গণহত্যাটি ইসরাইল পরিচালনা করেছে বলে তারা দেখেও না দেখার ভান করছে।ফোনালাপে হল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজার স্কুলে ইসরাইলি হামলাকে ‘ ভয়াবহ’ বর্ণনা করে বলেন, হল্যান্ড গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি ওই উপত্যকায় মানবিক ত্রাণ পাঠাতে চায়।ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার ইন্দোনেশীয় সমকক্ষ রাতনু মারসুদির সঙ্গে আলাদা ফোনালাপে বলেন, ইহুদিবাদী ইসরাইলের ভয়াবহ অপরাধযজ্ঞের কারণে পশ্চিম এশিয়া একটি চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। এ অবস্থায় মুসলিম দেশগুলোর উচিত ইহুদিবাদীদের কবল থেকে গাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি জনগণকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো উপায়ে সাহায্য করা।আলী বাকেরি কানি একইসঙ্গে হামাসের পলিটব্যুরো উপপ্রধান খলিল আল-হাইয়্যার সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন। তিনি বলেন,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সর্বসাম্প্রতিক অপরাধযজ্ঞের নিন্দা জানানোর জন্য ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।কানির সঙ্গে ফোনালাপে খলিল আল-হাইয়্যা গাজার ফিলিস্তিনি স্কুলে ইহুদিবাদী সেনাদের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তেহরানের সঙ্গে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের অভিনয় কেরিয়ার লম্বা হয় কেন? জবাব দিলেন অমিতাভের নায়িকা!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ- ৮০ এবং ৯০-এর দশকের বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবিতে চুটিয়ে কাজ করেছেন অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রি। ১৯৮০-এর দশকে মনোজ কুমার প্রযোজিত 'পেইন্টার বাবু' ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রেখেছিলেন তিনি। রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, শত্রুঘ্ন সিনহা থেকে শুরু করে জিতেন্দ্র, অনিল কাপুরদের মতো সুপারস্টারদের সঙ্গে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। ১৮ ৯৮ সালে ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ এবং ২০১৬ সালে ‘ঘায়েলঃওয়ানস এগেইন’-এ অভিনয় করেছিলেন। ১৩ বছরের কেরিয়ারে বহু ব্লকব্লাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন। তাঁর অভিনয় প্রতিভাও প্রশংসা কুড়িয়েছে সমালোচকদের। ১৯৮৬ সালে স্বাতী , একটি নারী-কেন্দ্রিক আর্ট হাউস চলচ্চিত্রে, তিনি নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি ব্যাপক সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং সমালোচকরা বলেছিলেন, মীনাক্ষী শেশাদ্রি স্বাতীতে অভিনয় করেছেন যেভাবে অমিতাভ বচ্চন তার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তবে ১৯৯৬ সালে আচমকাই রূপালি পর্দাকে বিদায় জানিয়ে পাড়ি জমান মার্কিন মুলুকে। এখন তিনি আবার ফিরে আসতে চান লাইট-ক্যামেরা- অ্যাকশনের দুনিয়ায়।তবে কোন অভিনেত্রীরা যেভাবে সহজে হারিয়ে যান, অভিনেতাদের সেই ছবি দেখা যায় না। অভিনেতাদের কেরিয়ার জীবনে অভিনেত্রীদের তুলনায় অনেক দীর্ঘ হয়। এর প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেশাদ্রি জানান, পুরুষ অভিনেতাদের লম্বা কেরিয়ার হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। ধমেন্দ্র, জিতেন্দ্র, অমিতাভরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের সামনে অভিনয় করে চলেছেন। আসলে পুরুষদের ঘরের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় না। কাজের জগতেই পুরো সময়টা দিতে পারেন। আরেকটা কারণ হল গর্ভধারণ, পুরুষদের সন্তান লালন পালন করতে হয় না। ফলে লম্বা সময় ধরে কেরিয়ারকে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয় না।’’ সঙ্গে তিনি যোগ করেন, সবচেয়ে বড় কথা হল, দর্শকরা এখনও ওঁদের পছন্দ করে। এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।’’সেই সঙ্গে কোন চরিত্রে ফের অভিনয় জগতে ফেরা প্রসঙ্গে জানান, আমার মনে হয়, বর্তমান পরিচালকরা আমার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার আগে আমি কেমন আছি, আমার শৈল্পিক অভিব্যক্তি কেমন হবে, তা আগে জানতে চাইবেন।’’

আদিবাসী সমাজে শিক্ষা ও খেলাধুলার প্রসারে প্রাথমিক শিক্ষকের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তালারপাড়া আদিবাসী রামবাবু বুলেট ক্লাব । রেজিস্ট্রেশন নাম্বারঃS2L১৬৩৫৪। সম্পাদক চুনু মান্ডি মহাশয়। তালারপাড়া আদিবাসী রামবাবু বুলেট ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক মহাশয় এক প্রশংসাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মধুসূদন দে, তিনি বর্তমানে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক। তবে ছাত্র জীবনে তিনি তালারপাড়া আদিবাসী সাক্ষরতা কেন্দ্রের একজন শিক্ষক ছিলেন। সুদীর্ঘ সাত বছর শিক্ষক মহাশয় সাক্ষরতা মিশনের অধীনে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি তালারপাড়া আদিবাসী সাক্ষরতা কেন্দ্রের একজন স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষক ছিলেন। সুদীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত করেছেন আদিবাসী পল্লীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য। নব সাক্ষর পড়ুয়ারা যাতে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য গড়ে তুলেছেন তালারপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ছাত্র-ছাত্রী তথা আদিবাসী পল্লীর ছেলেমেযেরা যাতে উচচ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পায.তার জন্য গড়ে তুললেন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় 'মানডিহা জুনিয়র হাই স্কুল।আদিবাসী পল্লীর ছেলে মেযেদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়ের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশযের দক্ষতা অপরিসীম। মাননীয় শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আদিবাসী পল্লীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ও খেলাধুলার সুযোগ পেয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয়ের এই মহতী প্রচেষ্টা কে তালারপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ওন্দা ব্লকের সীমানা ছাড়িয়ে জেলা ও রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছি।

দিল্লি হাইকোর্টে পূজা খে।করের স্বস্তি, ২১ আগস্ট পর্যন্ত গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ দিল্লি হাইকোর্টে বিতর্কিত শিক্ষানবিশ আমলা পূজা খেড়করের স্বস্তি। আদালত ২১ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদের বেঞ্চ খেড়করের আগাম জামিনের আবেদনের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশকে নোটিশ জারি করেছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ আগস্ট হবে। হাইকোর্ট পূজা খেড়করের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরাকে নির্দেশ দিয়েছে এই মামলায় ইউপিএসসি-কেও যুক্ত করে আবেদন পেশ করার জন্য।উল্লেখ্য, নিজের ভুয়ো পরিচয় ও বিশেষভাবে সক্ষমের জাল পরিচয় দেওয়ার জেরে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন মহারাষ্ট্র ক্যাডারের শিক্ষানবিশ আইপিএস পূজা খেদকরের নিয়োগ বাতিল করে। সেইসঙ্গে ইউপিএসসির কোনও পরীক্ষায় ভবিষ্যতে পূজা বসতে পারবেন না, এই নির্দেশও দেওয়া হয়। পাশাপাশি দায়ের হয় এফআইআর।

পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে তা সরকারি সন্ত্রাসের ভয়াবহ সত্যঃরবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মমতা জি, আপনার শাসনে বাংলায় কী হচ্ছে? একজন মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করা হলো, নৃশংসতার সীমা অতিক্রম করা হলো, এর সুষ্ঠু তদন্ত হবে কি?বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, এখন সারাদেশের চিকিৎসকরা ধর্মঘট করছেন। মমতা জি, আপনার সরকারে আমরা ইতিমধ্যেই জানি নির্বাচনের সময় বিরোধীদের কী হয়। সেখানে ডাক্তার কন্যাদের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার হয়েছে, সে বিষয়েও কি একই কথা বলবেন? বাংলায় যা হচ্ছে তা সরকারি সন্ত্রাসের ভয়াবহ সত্য। আমরা সিবিআই তদন্ত দাবি করছি, যা সেখানকার বিজেপি চেয়েছে। মমতা জি, আপনি বারবার সিবিআই থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, অন্তত একজন মৃত ডাক্তারের নৃশংস খুনের বিচার প্রদান করুন।

বাংলাদেশের বাক স্বাধীনতা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য তসলিমার

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের ‘নেতিবাচক’বাক স্বাধীনতা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।তিনি লিখেছেন, শেখ হাসিনাকে কি কম গালি দিয়েছি বাক স্বাধীনতাকে তিনি গলা টিপে মেরেছেন বলে? এখন তো বাক স্বাধীনতার ব-ও নেই কোথাও। গালি তো আর জানিনা, এখন কী দেব? সোমবার বেলা ১০টা ৪০ পর্যন্ত এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১ হাজার ৯০০, ৩৩ ও ৫৪।প্রতিক্রিয়ায় প্রাক্তন উপাচার্য আনোয়ার হোসেনের ছবি-সহ আলগীর শাহরিয়ার লিখেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে কজন লেখক বাকস্বাধীনতার জন্য আক্রমণের শিকার হয়েছেন? কর্নেল তাহেরের ভাই, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোয়ার হোসেন স্যার প্রথম সুযোগেই আক্রমণের শিকার হয়েছেন। আশঙ্কা করি সামনের দিনগুলিতে আরও অনেকে আক্রমণের লক্ষবস্তু হবেন।শাহরিয়ারকে উদ্দেশ করে তসলিমা লিখেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে বাকস্বাধীনতার জন্য মানুষ সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছে। আমাকে শেখ হাসিনা দেশ থেকে বের করেছে, আর দেশে ঢুকতে দেয়নি। আমার বই ব্যান করেছে। ব্লগাররা খুন হয়েছে একের পর এক, হাসিনা টুঁ শব্দ করেনি। অগুনতি ব্লগার দেশ ছা।তে বাধ্য হয়েছে। কার্টিন আঁকলে জেলে যেতে হয়েছে, তাঁর পিতার সমালোচনা করলে জেলে যেতে হয়েছে। মিডিয়ায় তাঁর বা তাঁর বাবার সমালোচনা ছাপানোর সাহস কারও ছিল না।অজিতা মিত্র লিখেছেন, আমি এর নাম দিয়েছি 'বাক স্বাধীনতা আল্ট্রা প্রো ম্যাক্স''অচিন্ত্য চৌধুরী লিখেছেন, ‘‘হাজার হোক গণতন্ত্র ছিল বাংলাদেশে। এখন স্বৈরাচারী, মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রিত সেনা বাহিনী আছে, তার প্রধান হাতিয়ার ডঃ ইউনুস আমেরিকার হাতের পুতুল। দেশের, বিদেশের সমস্ত মহাপুরুষদের মূর্তি আজ ভুলুন্ঠিত, জাতীয় পিতা, জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা আজ পথের ধুলায়।গণতন্ত্রের ঠিকাদার আমেরিকা এক্কেবারে চুপ।

আর জি কর-কাণ্ডে দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে বিক্ষোভ ডাক্তারদের, উঠলো সিবিআই তদন্তের দাবি

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের স্বাস্থ্য মহল। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে নেমেছেন চিকিৎসকরা। সেই বিক্ষোভ পৌঁছে গেল দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং চন্ডীগ।ওে। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় উঠলো সিবিআই তদন্তের দাবি।সোমবার সকালে দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা বিক্ষোভে সামিল হন। ফোরডা (ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন) দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও চন্ডীগড়ে বিক্ষোভে সামিল হন ডাক্তাররা।রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (আরডিএ) দিল্লির এইমস-এ বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ চলে উত্তর প্রদেশ এবং চন্ডীগড়েও।

বিহারের জেহানাবাদে মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৮ জনের, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা নীতীশের

জেহানাবাদ, ১২ জুলাই ঃ বিহারের জেহানাবাদ জেলার মখদুমপুরে বাবা সিদ্ধনাথ মঃিদরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৭ জন পুণ্যার্থী, এছাড়াও কমপক্ষে ১৯ জন আহত হয়েছেন। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবার উপলক্ষ্যে রবিবার গভীর রাতে ওই শিব মন্দিরে বহু ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। তখনই আচমকা হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাঁদের মধ্যে। সকলেই আগেভাগে মন্দির থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অনেকে ভিড়ের ধাক্কায় পড়ে যান। এই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং ১৯ জন আহত হয়েছেন। জেহানাবাদের এসডিও বিকাশ কুমার বলেছেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। সমস্ত ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো ছিল, আমরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, প্রশাসন ভালোভাবে কাজ করলে ফুল বিক্রেতারা মারামারি করতেন না, হাতাহাতিও হয়েছিল। আমরা অনেকেই সেখানে আটকে পড়েছিলাম। আমি যদি আরও এক অথবা দুই মিনিট সেখানে আটকে থাকতাম তবে আমি মারা যেতাম। পদপিষ্ট হয়ে এই ঘটনা ঘটেছে।প্রশাসনের দাবি, সুশৃঙ্খলভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক মানুষ শিবের মাথায় জল ঢেলেছেন। রাত বাড়তেই লাইনে দাঁড়ানো লোকজনও অধৈর্য হয়ে পড়লে হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন। তখনই ঠেলাঠেলিতে বহু ভক্ত মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের উপর দিয়েই বাকিরা ছুটে পালাতে থাকে। সেই সময় পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ৭ জন।পদপিষ্ট হয়ে ৭ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৭ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১২ আগষ্ট ২০২৪, ৫৮৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৮ শ্রাবন, চান্দ্র ঌ ঋষিকেশ মাস, ১৯৬৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৮ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২১ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ হাবান, আসামঃ ২৭ শাওন, মুসলিমঃ৬-সফর-১৪৪৬ হিজরীঃসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৫ঃ১৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ০৬ঃ৫৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১১ঃ৩৫ঃ১০(১২) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ৪৩ঃ২৭(১২)শুক্ল পক্ষ তিথিঃঅষ্টমী (জয়া) সকাল ঘ ০৯ঃ১৩ঃ৩০ দং ৫৮৯৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃবিশাখা সকাল ঘ ০৭ঃ১৪ঃ১৩ দং ৪৬১৭.৫ পর্যন্ত পরে অনুরাধাবরণঃবিষ্টি বিকাল ঘ ০৫ঃ৫৫ঃ০৪ দং ২৬৩৬৫০ পর্যন্ত পরে ববযোগঃশুক্ল বিকাল ঘ ০২ঃ ২১ঃ১০ দং ২২৪৪৫৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিনে ০৫ঃ১৫ঃ২০ থেকে - ০৬ঃ৫৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৪ঃ০০ থেকে - ১২ঃ৫৫ঃ২১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৫৫ঃ৩৪ থেকে - ০৯ঃ০৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ১৮ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ১৯ঃ০৭ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিনে ০৩ঃ৩২ঃ৪১ থেকে - ০৫ঃ১৫ঃ৩৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃ দিনে ০২ঃ৪১ঃ১৪ থেকে - ০৩ঃ৩২ঃ৪১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ০১ঃ৩২ঃ৩৪ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ০৭ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিনে ০২ঃ৫৪ঃ০৬ থেকে - ০৪ঃ৩০ঃ৩৩ পর্যন্তকালবেলাঃদিনে ০৬ঃ৫১ঃ৪৮ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১০ঃ১৭ঃ৩৮ থেকে - ১১ঃ৪১ঃ১০ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩২৫৫২১ (৯) ৩ পদচন্দ্রঃ ৭১৫৫২ (১৬) ৪ পদমঙ্গলঃ১১৮৪৭১০ (৪) ৩ পদবুধঃ৩২৬১২৪ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২৩৩৩৪ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৪১৫৭৩৯ (১১) ১ পদশনিঃ১০২০৪০৪৯ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭৩২৩ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭৩২৩ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্র।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৩১ঃ৫১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ৪৩ঃ১১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ৫৩ঃ২৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ০৭ঃ৩৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ২৩ঃ১৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ২৮ঃ৩৫ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ১৫ঃ২৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ৪৮ঃ৫৩ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ১৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ০০ঃ৩১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৮ঃ৫৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১২ঃ১৩ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতকরা এবং ৭৮ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ৮টা ৫০ মিনিট এবং রাত ৯ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১৩ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১১মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলবে। তবে অতিরিক্ত খরচের জন্য আর্থিক চাপ থাকবে।
বৃষ রাশিঃ নতুন গৃহ বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য সুযোগ এলেও নিকট আত্মীয়ের কলকাঠিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
মিথুন রাশিঃকর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর উন্নতিকে ঈর্ষা না করে নিজের উন্নতির চেষ্টা করুন। ছোট ব্যবসায় কোনও কর্মচারীর আচার-আচরণের জন্য লোকসান দেখা দিতে পারে।
কর্কট রাশি ঃক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত শ্রম ও বুদ্ধির ফলে ব্যবসায় উন্নতি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।
সিংহ রাশিঃসন্তানের পড়াশোনায় সার্বিক সাফল্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় নতুন সম্পত্তি লাভ হতে পারে।
কন্যা রাশিঃকোনও কাজ করার আগে অবশ্যই ভাবনা-চিন্তা করে নেবেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের আর্থিক লাভ।।
তুলারাশিঃ শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে একজনের শারীরিক অসুস্থতার জন্য অর্থ ব্যয় হতে পারে। শুভ রং লাল।
বৃশ্চিক রাশিঃ বাড়িতে অতিথি আসবে। বিবাহের যোগ আছে।
ধনু রাশিঃব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি শুভ। এই সময় পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা। সংসারে শান্তি ।
মকর রাশিঃ আর্থিক দিক থেকে শুভ।
কুম্ভ রাশি ঃ কর্মস্থলে বিভিন্ন কারণে এই সময় জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
মীন রাশিঃ পড়াশোনায় চাপ থাকবে। ব্যবসায় সাময়িক ক্ষতির মুখে পড়লেও আত্মীয়দের সাহায্যে আবার উন্নতির মুখ দেখতে পাবেন।

বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে বন্ধ জরুরি বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা

দুরন্তবাতা, বারুইপুর, ১২ আগস্ট ঃ আর জি কান্ডের জেরে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে জরুরি পরিষেবা বন্ধের ডাক দিয়েছেন চিকিৎসকরা। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনে জরুরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল। সেই হাসপাতালেও সকাল থেকে জরুরি বিভাগে রোগীদের ভিড় লেগে থাকলেও কোনও চিকিৎসকই নেই সেখানে। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও চিকিসকের পরামর্শ পাননি। মেলেনি কোনও চিকিৎসা পরিষেবাও। বেলা যত বাড়ছে ততই ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে। আদৌ কোনও চিকিৎসা তাঁরা পাবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করছেন রোগীরা।

ফের ভাঙড়ে উদ্ধার তাজা বোমা, ছড়ালো আতঙ্ক!

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১২ আগস্ট ঃ ভাঙড়ে আবারও তাজা বোমা উদ্ধার হল। বোমা উদ্ধারকে ঘিরে সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের অনন্তপুর এলাকায়। ভাঙড়ের পোলেরহাট থানা এলাকার অনন্তপুর পূর্বপাড়ায় উদ্ধার হয় বোমা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, পোলেরহাটের অনন্তপুর পূর্বপাড়ার মাঠের মধ্যে কলাবাগানে একটি সাদা ব্যাগ দেখে কৌতুহলি মানুষ জড়ো হয়। তারপরেই সেখানে বোমা আছে বলে নিশ্চিত করে। বোমার ব্যাগ দেখে স্থানীয় বাসিন্দারই পুলিশের খবর দেয়। পোলেরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ব্যাগ থেকে তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। তবে কে বা কারা বোমা রেখেছে, তার তদন্তে শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ছাত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণ! বারুইপুরে শ্লীলতাহানির দায়ে ধৃত শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১২ আগস্ট ঃ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। এ বিষয়ে রবিবার রাতে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে। বারুইপুর মাষ্টার পা।।র ঘটনা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুভাশিস ব্যানার্জি নামের ওই শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়তে যেত দ্বাদশ শ্রেণীর ওই ছাত্রী। অভিযোগ, শনিবার সেখানে পড়তে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষক ওই ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে। এরপর বাড়ি ফিরে এসে ওই ছাত্রী সমস্ত ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানালে পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়ে রবিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগেও এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। বারুইপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন অভিযুক্ত শুভাশিস। সেখান থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর অভিযোগে। বর্তমানে ওই ছাত্রীর পরিবার চাইছেন অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোর শাস্তি হোক। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে যখন মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তখন বারুইপুরের এই ঘটনা আরও একবার কিশোরী ও মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। শিক্ষকের কাছেও যদি ছাত্র-ছাত্রীরা সুরক্ষিত না হন তাহলে সুরক্ষা কোথায়?

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজছে তিলোত্তমা, উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ সকাল থেকেই আকাশ আংশিক মেঘলা। আকাশে মেঘের আনাগোনাও রয়েছে। রোদের তেজও বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলারই আবহাওয়া কম-বেশি একইরকম। হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত চলছেই। তবে, বৃষ্টি সত্ত্বেও গুমোটভাব কাটছেই না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি।

বাড়ির গেটের সামনে ভ্যান রাখায় ঝামেলা, বারুইপুরে আক্রান্ত দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১২ আগস্ট ঃ বাড়ির গেটের সামনে ভ্যান রাখার প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্রের কোপ এক দম্পতিকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বাগবেড়িয়ায়। হামলার হাত থেকে রেহাই পায়নি বৃদ্ধ এবং শিশুও। পুরো ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। রবিবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে আতঙ্কে রয়েছে দত্ত পরিবার। শিবু মন্ডল, শম্ভু মন্ডল ও চঞ্চল নামে এরা তিনজন হামলা চালায়। বাগবেড়িয়ায় দত্ত পরিবারের বাড়ির দরজার সামনে ভ্যান রাখছিল শিবু মন্ডল। এর ফলে বাড়ির বাইরে বের হতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল তাদের। শনিবার রাতে ভ্যান রাখার সময় ভ্যানটি একটু সরিয়ে রাখতে বলে। তখন কিছু না বললেও রবিবার রাতে আচমকা চড়াও হয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন আক্রান্তরা। সোমবার সকালে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা।

চোরাই বারোটি গ্যাসের সিলিন্ডার ও একটি মিনি ট্রাক সহ গ্রেপ্তার ২

সৌরভ দাশ,বসিরহাট, ১২ াগস্ট ঃ বসিরহাট থানার সিবহাটি এলাকার ঘটনা। ঘটনায় ধৃত আসাদ মোল্লা ও হাফিজুল মন্ডল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বসিরহাট থানার শিবাটি এলাকায় পুলিশ একটি মিনি ট্রাক আটকায় , সেই মিনি ট্রাক থেকে ১২ টি বিভিন্ন কোম্পানির চোরাই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করে এবং দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাড়িটি এবং গ্যাসের সিলিন্ডার গুলি আটক করে পুলিশ।ওই দুই ব্যক্তিকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

সাঁতরাাগাছি এবং হায়দরাবাদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবসে বিশেষ ট্রেন চলছে

কলকাতা, ১২ই আগস্ট ঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ একটি ট্রিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৭০৬৯০৭০৭০ হায়দ্রাবাদ-সাঁতরাগাছি-হায়দরাবাদ বিশেষ ০৭০৬৯ হায়দ্রাবাদ-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে ০৫.৩০ টায় হায়দ্রাবাদ ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১২.০০ টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ফিরতি দিক ০৭০৭০ সাঁতরাগাছি-হায়দরাবাদ স্পেশাল ১৫.০৮.২০২৪ তারিখে ১৫.৫০ মিনিটে সাঁতরাগাছি ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১৭.৩০ টায় হায়দ্রাবাদ পৌঁছবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের খড়গপুর এবং বালেশ্বরে।

১৪ অগস্ট মধ্যরাতে কলকাতার তিন জায়গায় নারীদের পথে নামার ডাক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী ডক্তার খুন-ধর্ষণের ঘটনা আমজনতা থেকে বিখ্যাত- অনেকের কপালেই ভাঁজ মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। এই অবস্থায় নারীদের আগামী ১৪ অগস্ট মধ্যরাতে পথে নামার ডাক দেওয়া হল। কলকাতার তিন জায়গায় হবে এই সমাবেশ। সামাজিক মাধ্যমে চলছে প্রচার। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারি হাসপাতালে যদি একটা মহিলা চিকিৎসকের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে পথেঘাটে নিত্যদিন চলা মেয়েরা কতটা নিরাপদ? দেশের স্বাধীনতার ৭৭ বছর পার। ১৪ অগস্ট পা দেবে ৭৮ বছরে। কিন্তু ভূ-ভারত স্বাধীন হলেও নারীদের সামাজিক অবস্থান কোথায় দাঁড়িয়ে? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের উপর হওয়া মানসিক, শারীরিক নির্যাতন এবং খুন-ধর্ষণের ঘটনা বারবার সেদিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালে ঘটনার পর সদ্য পদত্যাগী অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ নাকি বলেছিলেন, অত রাতে মেয়েটির একা থাকা ঠিক হয়নি। আর অধ্যক্ষের এমন মন্তব্য নিয়েই শোরগোল পড়ে গিয়েছে চারদিকে। কেন আজও নারীরা সকাল-সন্ধে হোক বা রাত, নির্দ্বিধায় পথেঘাটে বেরতে পারবে না? রাতে স্বাধীন বিচারণের অধিকার কি শুধু পুরুষের হাতে? প্রশ্ন তুলেছেন সভ্য নাগরিকদের একাংশ। সমাজে নিজেদের ' অধিকার, স্বাধীনতার অবস্থান বুঝে নিতে স্বাধীনতা দিবসের মাঝরাতে ১৪ আগস্ট প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন অনেকে। শহরের তিনটি স্থানে মাঝরাতে জড়ো হবেন তাঁরা। যাদবপুর, কলেজ স্ট্রিট এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। আর জি কর কাণ্ডে বিচার আসুক। লক্ষ্য সেদিকে।

জয়নগরের খাকুরদহ হাটে আচমকা দূস্কৃতিদের তান্ডব, গুলি,আহত এক,গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ আগস্ট ঃ জয়নগর থানার খাকুরদহ হাট এলাকায় রবিবার বিকালে আচমকা দুস্কৃতীদের তাণ্ডব। চারটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি হঠাৎ একদল দুস্কৃতী এসে এদিন বিকালে হাটের দোকানে তান্ডব চালায়। তাঁরা দু-তিন রাউন্ড গুলি ও চালায় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় আচমকা ঘটায় ভীত হয়ে পড়েন দোকানদার থেকে সাধারণ মানুষ। তড়িঘড়ি সব দোকান বন্ধ করে পালায়।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছে।আহতের নাম তরুণ মন্ডল। আহত ব্যক্তি সোমবার ও পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিসাধীন।এলাকায় উওজেনা থাকায় সোমবার ও প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। রবিবার রাতে এলাকা পরিদর্শনে যান বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী,বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস,জয়নগর সি আই সুবীর ঢালি,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল। কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে রবিবার রাতেই খাকুরদহ এলাকা থেকে খলিল গাজী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। আর এই ঘটনার পরে সোমবারও এলাকা ছিলো থমথমে। দোকানপাঠ বন্ধ। রয়েছে পুলিশ মোতায়েন।

ব্লুসাইন-র সহিযোগিতায় অ্যাপারেল মেড-আপস অ্যান্ড হোম ফার্নিশিং সেক্টর স্কিল কাউন্সিল নিয়ে এলো ই-লার্নিং কোর্স

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ জাতীয় অর্থনীতিতে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অবদান জিডিপির প্রায় ২এবং উৎপাদনের শিল্পের ১৮। এই ক্ষেত্রটি প্রায় সাড়ে ৪ কোটি লোককে সরাসরি ও আরো ৬ কোটি লোককে সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মসংস্থান করে থাকে। আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল হোটেলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনিল বুচাসিয়া, এমডি, অমৃত এক্সপোর্টস এবং রিজিওনাল ইনচার্জ, ইস্টার্ন রিজিয়ন, AEPC মিসেস ক্যাথারিনা ভেরেনা মায়ার, ডিরেক্টর কাস্টমার রিলেশনস ব্লুসাইন টেকনোলজিস এবং ড. বিজয় যাদব, সিইও AMHSSC. ফাউন্ডেশন টু অ্যাপারেল সাসটেইনেবিলিটি কোর্সটি সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ শুরু হবে। আট সপ্তাহের অনলাইন কোর্সটিতে প্রতি সপ্তাহে একটি ই-লার্নিং সেশন থাকবে। এটি ভারতীয় বাজারের উপর বিশেষ দৃষ্টি সহ টেক্সটাইল শিল্পে পরিবেশগত, সামাজিক এবং পরিচালনা-র দিকগুলির গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে। কোর্সটির উদ্দেশ্য পোশাক শিল্পে ঊর্ধ্বতন এবং মধ্যমস্তরীয় ম্যানেজমেন্ট -এ নিযুক্তদের উপাদন সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা। ফ্যাশনের পরিচিতি, ফ্যাশন শিল্পের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ, ফাইবার এবং পরিবেশ-সহায়ক টেক্সটাইল প্রক্রিয়ার মতো বিষয়গুলি কোর্স-এর অন্তর্ভুক্ত। AMHSSC-এর সিইও ডক্টর বিজয় যাদব ভারতের পোশাক শিল্পে সচেতনতা এবং জ্ঞান বাড়াতে কাউন্সিলকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য AMHSSC-এর চেয়ারম্যান পদ্মশ্রী ড. এ. শক্তিভেলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। মিসেস ক্যাথারিনা ভেরেনা মেয়ার পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে একটি মনগ্রাহী বার্তা দেন। তিনি মৈত্রীবোধ ভারত থেকে 'মাদার আর্থ প্রার্থনা' আবৃত্তি করেন। বিশেষ অতিথি অনিল বুচাসিয়া বলেন পূর্ব ভারতের বস্ত্র-পোশাক শিল্পে রপ্তানি ৩০,০০০ কোটি টাকা ছোঁয়ার সম্ভাবনা আছে, যা দক্ষিণ ভারতের তিরুপুর-এর সঙ্গে তুলনীয়। রপ্তানিকারকদের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন, এই অঞ্চলটি বিখ্যাত তিরুপুর রপ্তানির সাথে তুলনীয় বার্ষিক রপ্তানিতে টাকা ৩০,০০০ কোটি আয় করতে পারে।

মেট্রো বেহালা বাজার এবং ঠাকুরপুকুরে কোনও বুকিং কাউন্টার স্টেশন চালু করবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে তিনটি নো বুকিং কাডন্টার স্টেশন সফলভাবে বাস্তবায়নের পর, কলকাতা মেট্রো ১৫.০৮.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) থেকে পার্পল লাইনে আরও দুটি নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন চালু করতে চলেছে। এই স্টেশনগুলি হল বেহালা বাজার এবং পার্পল লাইনের ঠাকুরপুকুর মেট্রো স্টেশন। বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশনে দৈনিক গড় যাত্রী সংখ্যা প্রায় ৮০ এবং ঠাকুরপুকুর মেট্রো স্টেশনের নিয়মিত যাত্রী সংখ্যা প্রায় ১০০। যেহেতু যাত্রী সংখ্যা খুবই কম, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১৫.০৮.২০২৪ থেকে এই দুটি স্টেশনকে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন হিসাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্টেশনগুলিতে সেই দিন থেকে টোকেন, নতুন স্মার্ট কার্ড বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য কোনও বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে না এবং কোনও বুকিং কর্মী উপস্থিত থাকবে না। পরিবর্তে, যাত্রীরা স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে তাদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড, পেপার কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কিনবেন। তারা এই মেশিনগুলি থেকে তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে পারে। এজন্য এসব স্টেশনে ইতোমধ্যে ASCRM মেশিন বসানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই ব্যবহারকারী-বান্ধব ASCRM মেশিনগুলি কলকাতা মেট্রোতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চলেছে। যাত্রীরা এই ASCRM-এ UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমও বেছে নিতে পারেন।

জয়নগরের প্রিয় নাথের মোড়ে পথ দূর্ঘটনায় আহত দুই মোটরবাইক চালক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ আগস্ট ঃ আবার বেপরোয়া যান চলাচলে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা ঘটে গেল জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার প্রিয় নাথের মোড় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার কুলতলির থানার জালাবেড়িয়ায় জলাভিসেক অনুষ্ঠান চলায় জয়নগর কুলতলি রোডে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছিল এদিন। আর এদিন দুপুরে প্রিয়নাথের মোড়ে বেপরোয়া ভাবে দ্রুত গতিতে দুটি মোটরবাইক মুখোমুখি ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। আর এই ঘটনায় দুজন মোটরবাইক চালক আহত হয়। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এক জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর অপর একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁর চিকিৎসা চলছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে।

জেলা ভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১২ আগস্ট ঃ সোমবার হাওড়া জেলার জেলা ভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া. পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস,উপ পৌর প্রধান সেখ ইনামুল রহমান। বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক মানষ কুমার মন্ডল প্রমুখ।

আর জি কর-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে দুর্ভোগে রোগী ও তাঁদের পরিজনরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্বাস্থ্য মহল। আর জি কর-কাণ্ডে কলকাতার প্রায় অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালে আন্দোলনে নেমেছেন চিকিৎসকেরা। সেই আন্দোলনের বিক্ষিপ্ত প্রভাব পড়ছে জেলার কিছু কিছু সরকারি হাসপাতালেও। বেশ কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারে হাসপাতালে চিকিৎসকেরা কর্মবিরতির ডাক দেওয়ায় ব্যাহত হয়েছে রোগী পরিষেবা। সোমবার আর জি করের এমার্জেন্সি থেকে একাধিক রোগী ফিরে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ ওঠে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগও বন্ধ, বাইরে মোতায়েন ছিল পুলিশ, বিক্ষোভে চিকিৎসকেরা। মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চলছে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও বন্ধ বহির্বিভাগ বা আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসা পরিষেবা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও চিকিৎসকের পরামর্শ পাননি। উত্তর ২৪ পরগনার সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালেও কর্মবিরতি পালন করছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারেরা সোমবারও বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়েছেন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ঠাকুরপুকুর ও বেহালা বাজার স্টেশন
"নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন"
হিসাবে গণ্য হবে

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে **১৫.০৮.২০২৪** তারিখ থেকে পার্পল লাইনে দুটি স্টেশন অর্থাৎ ঠাকুরপুকুর ও বেহালা বাজার স্টেশনে কেবলমাত্র এএসসিআরএম-এর মাধ্যমে টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড ইস্যু/রিচার্জ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দুটি স্টেশন "নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন" হিসাবে কার্যকরী হবে।

ডেপুটি চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার/কমার্শিয়াল

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড
CIN : L17119WB1935PLC046111
নিবন্ধিত অফিস ঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম তলা,৯১,
আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোনঃ ০৩৩-২২৪৩৫৪৫৩
ওয়েবসাইট ঃhttp:www.rameshwarajute.com ইমেলঃsharedepartment@rjm.co.in

পাবলিক নোটিশ

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেডের (কোম্পানী) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ১৬ তলা, বিড়লা বিল্ডিং, ৯১ আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ বৃহস্পতিবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ৩টায় অনুষ্ঠিত হবেঃ 00 p.m. (1ST) কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, উল্লিখিত AGM আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসাগুলিকে লেনদেনের জন্য 'MCA এবং SEBI সার্কুলারস' পড়ুন।
কোম্পানির আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ AGM-এর নোটিশের ই-কপি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি আরটিএ-তে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.rameshwarajute.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি অফ সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড সিসিডিএসএল) www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।
যেসকল সদস্যরা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানির সদস্যদের নাম, ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর সহ shareepartmentrjm.co.in-এ একটি ই-মেইল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্যান কার্ড এবং আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ বিকাল ৫,০০ টার আগে বা তার আগে। (1ST) ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশ ইলেকট্রনিকভাবে পাওয়ার পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড এবং ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার থাকা সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানিটি CDSL এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করে তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য সন্তুষ্ট। রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-
স্থানঃ কলকাতা — প্রিয়াঙ্কা অরোরা
তারিখঃ ১২ই আগস্ট, ২০২৪ — (কোম্পানি সচিব)

হাওড়ায় ২৩নং ওয়ার্ডে জলের সমস্যা মিটবে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ গত কয়েকদিন ধরে হাওড়া পুর এলাকার ২৩নং ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা নিয়ে সোমবার পথে নামেন ওই অঞ্চলের মানুষ। এই নিয়ে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী দাবি করেন সমস্যা দ্রুত মিটবে। এছাড়াও কোনও কোনও এলাকায় জল ঘোলা আসছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তারও সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বর্ষার সময় জলের অস্বচ্ছতা বেড়ে যাওয়ার কারণে জল ঘোলা জল আসছিল। উত্তর হাওড়া, মধ্য এবং শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কিছু কিছু জায়গায় এই সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। সেই সমস্যা এখন প্রায় মিটে গিয়েছে। ২৩ নং ওয়ার্ডে ১০ দিন ধরে জল নেই এই বিষয়টা আমার জানা নেই। দেখে নিচ্ছি কেন ওই ওয়ার্ডে জল নেই। এমন ঘটনা ঘটার কোনও কারণ নেই। কারণ জলের কোনও সমস্যা নেই যে একটা ওয়ার্ডে জল বন্দ করে দিতে হবে। যদি ওয়ার্ডভিত্তিক কোনও সমস্যা হয় তা দেখে নেওয়া হচ্ছে। যদি এই সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L51100WB1979PLCO32376
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫, ই-মেইলঃ omnikol1979@gmail.com

ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হয়েছে — লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষ ৩০.০৬.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষ ৩০.০৬.২৩ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষ ৩১.০৩.২৪ নিরীক্ষিত	বছর শেষ ৩১.০৩.২৪ নিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	০	০	১৫৩১০.৬০	১৫৩১০.৬০
২	নিট লাভ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী আইটেম এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৬১৩.২৫)	(১৫৯৪.৯১)	১১৯৩৮.৯৯	১১৬১৫.৯২
৩	নিট লাভ (লোকসান) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ আইটেম এবং অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১৬১৩.২৫)	(১৫৯৪.৯১)	১১৯৩৮.৯৯	১১৬১৫.৯২
৪	নিট লাভ(লোকসান)করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ আইটেম এবং অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১৬৩০.৯৬)	(১৫৯৪.৯১)	১ ০০৮৩.০৪	৯৭৫৯.৯৭
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় করের পরে)এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৪৭৫৬৬২৯	৪২২৮৪.৭৪	৫২৭১৩.৫	৩৪১৪০৪.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০
৭	রিজার্ভ পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত ব্যালেন্সে দেখানো হিসাবে রিজার্ভ আগের বছরের শীট	২০২৭৬৪৫.৬৫	১৬৮৬২৪১.০৮	২০২৭৬৪৫.৬৫	২০২৭৬৪৫.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় টি ১/- প্রতিটি (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) (ক) মৌলিক (খ) পাতলা	(০.৬৮) (০.৬৮)	(০.৬৬) (০.৬৬)	৪২০ ৪২০	৪.০৭ ৪.০৭

দ্রষ্টব্যঃ(ক) উপরেরটি ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন ফাইন্যান্সিয়ালের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। সেবি-র রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ফলাফলের ক্ষেত্র (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫। ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিন্যাস আর্থিক ফলাফল কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.csindia.com) পাওয়া যায়। এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.omniholdings.in)।

বোর্ডের আদেশে
সাক্ষর /-
অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২.০৮.২০২৪
ডিন ঃ০০৬১৩১১৪

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড
CIN : L17119WB1935PLC046111
নিবন্ধিত অফিসঃবিড়লা বিল্ডিং,৮ম তলা,৯১,আর.এন.মুখার্জি রোড,কলকাতা৭০০ ০০১
ফোনঃ০৩৩-২২৪৩৫৪৫৩
ই-মেইলঃ rjm.ho@rjm.co.in ওয়েবসাইট www.rameshwarajute.com

ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস ৩০.০৬ তারিখে শেষ হয়েছে। ২০২৪ ১২.০৮.২০২৪ তারিখে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষ ৩০.০৬.২৪ অনিরীক্ষিত	আগের তিন মাস শেষ ৩১.০৩.২৪ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ তিন মাস মধ্যে শেষ আগের বছর ৩০.০৬.২৩ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ তিন মাস মধ্যে শেষ আগের বছর ৩০.০৬.২৩ নিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	২.৮৫	২.৭১	২.৮৫	১১.৪০
২	নিট লাভ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৬০.১২)	(৬৯.৪২)	(৫০.৭৪)	(৩০৮.০০)
৩	নিট লাভ (লোকসান) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৬০.১২)	(৬৯.৪২)	(৫০.৭৪)	(৩০৮.০০)
৪	নিট লাভ (লোকসান) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৬০.১২)	(৪২.৩০)	(৫০.৭৪)	(২৮০.৮৮)
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় বিস্তৃত লাভ এবং (লোকসান) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	২২৭.৮৬	(৩০.৫৮)	৬৮.৯০	(৩৪.৫৭)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	৮,১২৬.৩৯
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ৮ আয় (প্রতিটি ১০ টি) (বার্ষিক নয়) ১. মৌলিক ২. পাতলা	(২২.৫৯) (২২.৫৯)	(১৫.৯০) (১৫.৯০)	(১৯.০৭) (১৯.০৭)	(১০৫.৫৭) (১০৫.৫৭)

নোট ঃ ক) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেঃ httprameshwarajute.comquartarlyresults.php) এর জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনও ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৪ শেষ হয়েছে।

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর -চেয়ারম্যান
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪
ডিন - ০০৮৬৯২২২

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩১

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বিশ্ব

সম্পাদকীয়

ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে এখন সারা বিশ্ব। এই ধর্ম নিরপক্ষতা শুরু হয়েছিল বাংলায় প্রথম। বাংলার নবজাগরণের সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদীদের মধ্যে তীব্র লড়াই। রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পুরাণ, বেদ বেদান্তগুলিকে যুক্তি বিজ্ঞানের আতস কাছে ফেলে তাদেরকে যাচাই করতে। আর সেটা করতে গিয়ে রামমোহনকে বহু সময়ে হেনস্থার শিকার হয়েছেন। হেনস্থা হয়েছিলেন ডিরোজিওকেও। সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হয়েছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি একেবারে ধর্মের শিকড় ধরে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ডিরোজিওকে রক্ষণশীলেরা পরাস্ত করতে পেরেছিলেন তিনি হিন্দু ছিলেন না বলে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না সেটা বলা একেবারে অসম্ভব। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু ধর্মের এমন কয়েকটি প্রথা চালু রয়েছে যা মানবজাতির জীবনের উন্নয়নের অন্তরায়। সেই কারণে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' বাহিনী প্রস্তত করে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে নামেন। ডিরোজিও খ্রীস্টান ধর্মের লোক হলেও তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে বেশি মাতামাতি এটা রক্ষণশীল হিন্দু মেনে নিতে পারেনি। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি আধুনিক জীবনবোধের একেবারে অন্তঃস্বরায় বলে বিশ্বাস করতেন রাজা রামমোহন রায়ের পাশাপাশি ডিরোজিও। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন আবার তিনি বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আস্তিকও ছিলেন। তিনি উপবীত ত্যাগ করেননি। তিনি চণ্ডীপাঠ করতেন না। কিন্তু তিনি পিতা মাতাতে দেবদেবী রূপে পুজা করতেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ সমাজ। কারণ বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের নাড়ি নক্ষত্র জানতেন। হিন্দু শাস্ত্রের কোনওখানে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণিরা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে সেই রাস্তাটাকে একেবারে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হন। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বের করে দিতে সাহস দেখিয়েছিল তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারের কর্তারা। কিন্তু সেই অস্ত্র বিদ্যাসাগরের ওপরে প্রয়োগ করতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত শুধু নন, হিন্দু হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বটে। তার ফলে কট্টর হিন্দুপন্থীরা বিদ্যাসাগরকে সংস্কার আন্দোলন থেকে বিরত করার চেষ্টা করে। বিদ্যাসাগর একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে উঠে আসা সংস্কৃত পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বহুবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি আক্ষেপ করতেন বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে না আসার জন্য। বিদ্যাসাগর প্রকৃত কর্মকে ধর্মের চেয়ে বেশি নম্বর দিতে চান। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবন কর্মকে। সারা জীবন ধরেই কর্মের সাধনা করে এসেছেন।

বাংলায় নারী শিক্ষা প্রসার

ভারতে এসে উপস্থিত হলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। উনিশ বছরের তরুণ। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা ছিলেন কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা মহিলা। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ছিল বেথুনের। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্ষেপে গিয়ে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিল সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে। বেথুন প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে সতীদাহ প্রথা রোধ করার বিরুদ্ধে আইনী মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর মা ছেলের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হওয়াতে বেথুন এই পথ পরিত্যাগ করলেন এবং তার প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি ভারতে এসে মহিলাদের জন্য স্কুল খুললেন। বাংলার মহিলাদের শিক্ষিত করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই সময়ে বেথুন স্কুলের মেয়েদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল।' মহিলাদের জন্য স্কুল খুলতে চলবে না। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের দুঃখের কথা সবাইকে বলতে হবে। জানাতে হবে। তার জন্য দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন 'অবলাবান্ধব'। ১৮৬৯ সালে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। এর সম্পাদক ছিলেন তিনি স্বয়ং। মেয়েদের দুঃকে দূর করতে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে মহিলাদের নানাবিধ সামাজিক অসুবিধার কথা লেখা হতো। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার বলে তিনি দাবি করতেন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময়ে তাঁর 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কেউই আর্থিক সাহায্য করছিল না। সেই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম এর জোয়ার এলো। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখনকার ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষিত সুশিক্ষিত সমাজ 'অবলাবন্ধব' পত্রিকা যাতে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকলো। শুধু অর্থ সাহায্যই শুধু নয়, তখনকার সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিতেরাও কুসংস্কার সমাজের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এই পত্রিকাতে লিখতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বেশি সময় নিল না 'অবলাবন্ধব' পত্রিকার। তখন এই পত্রিকা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেক সদস্যরা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পত্রিকার পৃষ্টপোষক ছিলেন। দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রীরা ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের স্ত্রী অবলা বসু, তাঁর ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু, সরলা রায়, গিরিজাকুমারী সেন, কাদম্বিনী বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমতলা দেবী সহ আরও অনেকে। তাঁর প্রতিটি ছাত্রীর সুনাম অর্জন করেছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল নক্ষত্র মেদিনীপুরের দামাল দুরন্ত বালক

বিশেষ প্রতিবেদক

ক্ষুদিরাম বসুর অবিস্মরণীয়.বিপ্লবী জীবন ও তদানিন্তন বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড ক্ষুদিরাম বসু জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯ মোহবনী (হবিবপুর), মেদিনীপুর জেলায., মৃত্যু ১১আগস্ট ১৯০৮ (বয়স ১৮)মুজাফফরপুর, বাংলা প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আঃেদালনের অনুশীলন সমিতির সদস্য।পিতা-মাতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ও লক্ষ্মীপ্রিয়. দেবী।ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে মিলে গাড়িতে ব্রিটিশ বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড আছেন ভেবে তাকে গুপ্তহত্যা করার জন্যে বোমা ছুঁড়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড অন্য একটা গাড়িতে বসেছিলেন, যে ঘটনার ফলে দুজন ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয, যারা ছিলেন মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা। প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তারের আগেই আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন। দুজন মহিলাকে হত্যা করার জন্যে তাঁর বিচার হয় এবং চূড়ান্তভাবে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়।ফাঁসি হওয়ার সময় ক্ষুদিরামের বয়স ছিল ১৮ বছর, ৭ মাস এবং ১১ দিন, যেটা তাকে ভারতের কনিষ্ঠতম ভারতের বিপ্লবী অভিধায় অভিষিক্ত করেছিল।বাল গঙ্গাধর তিলক, তার সংবাদপত্র কেশরীতে দুজন নবীন যুবককে সমর্থন করে আওয়াজ তোলেন অবিলম্বে স্বরাজ চাই। ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি (বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা) কেশপুর থানার অন্তর্গত মৌবনী (হাবিবপুর) গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজোলের তহসিলদার। তার মার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়.দেবী। তিন কন্যার পর তিনি তার মায়ের চতুর্থ সন্তান। তার দুই পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেন। অপর পুত্রের মৃত্যুর আশঙ্কায.তিনি তখনকার সমাজের নিয়ম্ অনুযাযী. তার পুত্রকে তার বড়ো দিদির কাছে তিন মুঠো খুদের (চালের খুদ) বিনিময়ে.বিক্রি করে দেন। খুদের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল বলে শিশুটির নাম পরবর্তীকালে ক্ষুদিরাম রাখা হয়। ক্ষুদিরামের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তিনি তার মাকে হারান। এক বছর পর তার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তার বড়ো দিদি অপরূপা তাকে দাসপুর থানার এক গ্রামে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায় ক্ষুদিরামকে তমলুকের হ্যামিল্টন হাই স্কুলএ ভর্তি করে দেন।১৯০২ এবং ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর ভ্রমণ করেন। তারা স্বাধীনতার জন্যে জনসমক্ষে ধারাবাহিক বক্তব্য রাখেন এবং বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে গোপন অধিবেশন করেন, তখন কিশোর ছাত্র ক্ষুদিরাম এই সমস্ত বিপ্লবী আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্পষ্টভাবেই তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং কলকাতায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষের কর্মতৎপরতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৫ বছর বয়সেই অনুশীলন সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠেন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী পুস্তিকা বিতরণের অপরাধে গ্রেপ্তার হন। ১৬ বছর বয়সে ক্ষুদিরাম থানার কাছে বোমা মজুত করতে থাকেন এবং সরকারি আধিকারিকদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম তার বোন অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে তমলুক শহর থেকে মেদিনীপুরে চলে আসেন। ক্ষুদিরাম বসু তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল এবং মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালে তার শিক্ষা জীবন শুরুহয় আনন্দপুরের একটি মিডল স্কুলে। সেখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণীপর্যন্ত পড়েছিলেন ।মেদিনীপুরে তার বিপ্লবী জীবনের অভিষেক। তিনি বিপ্লবীদের একটি নবগঠিত আখড়ায় যোগ দেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন হেমচন্দ্র দাসের সহকারী। এটি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্রিটিশবিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ক্ষুদিরাম তার গুণাবলীর জন্য সবার চোখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্যে বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে এখানে আশ্রয় পান। ক্ষুদিরাম তারই নির্দেশে 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইশতেহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপার সাহায্যে ত্রাণকাজ চালান।১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তার সহযোগী হেমচন্দ্র কানুনগোকে প্যারিসে নির্বাসনে থাকা একজন রাশিয়ান নিকোলাস সাফ্রানস্কি-এর কাছ থেকে বোমা তৈরির কায়দা শেখার জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।বঙ্গ প্রদেশ ফেরার পর হেমচন্দ্র এবং বারীন্দ্র কুমার আবার দুজনের সহযোগিতায় ডগলাস কিংসফোর্ডকে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। কিংসফোর্ড আলিপুর প্রেসিডেন্সি বিচারালয়ের মুখ্য হাকিম ছিলেন, যার হাতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যুগান্তরএর অন্যান্য সম্পাদকদের মামলা চলছিল। যাঁদের তিনি কঠোর সাজা শুনিয়েছিলেন। যুগান্তর দ্ব ন্দ্বমূলক সম্পাদকীয় লিখে তার প্রতিক্রিয়া জানায়, ফলে এব্যাপারে আরো পাঁচজন অভিযুক্ত হলে এই সংবাদপত্র ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসমস্ত অভিযোগে সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি পায় এবং এতে অনুশীলন সমিতির জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের সহায়ক হয়। সশস্ত্র বিপ্লবী একটা আদর্শ হিসেবে অঘোষিতভাবে বঙ্গ প্রদেশের জনতার সমর্থন আদায় করেছিল।সেই মামলার বিরুদ্ধে প্রচারে অংশ নেওয়ায় একজন বাঙালি ছেলে সুশীল সেনকে চাবুক মারার সাজা দেওয়ায় কিংসফোর্ড সাহেবের জাতীয়তাবাদীদের কাছে কুখ্যাতি ছিল। যেমন আলিপুর প্রেসিডেন্সি আদালতে মুখ্য হাকিম হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই নবীন রাজনৈতিক কর্মীদের

কঠোর ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়াগ করতেন। তিনি ওইসব কর্মীদের শারীরিক নির্যাতনের সাজা দিতেন।হেমচন্দ্রের তৈরি করা বই বোমা দিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। একটা ক্যাডবেরি কোকোর খালি টিনে এক পাউন্ড পিকরিক অ্যাসিড এবং তিনটে ডেটোনেটর। এবার এটা হার্বার্ট ব্রুমএর কমেন্টারিজ অন দ্য কমন ল বইয়ের ফাঁপা অংশে প্যাক করা হয়েছিল এবং বাদামি কাগজ দিয়ে মুড়ে নবীন বিপ্লবী পরেশ মল্লিক কিংসফোর্ডের বাড়িতে দিয়ে আসেন। কিংসফোর্ড প্যাকেটটা না-খুলে পরে দেখবেন বলে তার সেলফে রেখে দেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে বিচারকের নিরাপত্তার ভয়ে, কিংসফোর্ডের পদোন্নতি করে সরকার তাকে বিহারের মুজাফফরপুর জেলার বিচারপতি হিসেবে বদলি করেন। তার সঙ্গে যায় আসবাবপত্র, লাইব্রেরি এবং বই বোমা। অনুশীলন সমিতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করার প্রচেষ্টা জারি রেখেছিল। এপ্রিলে দুই সদস্যের একটা পরিদর্শক দল মুজাফফরপুর সফর করে, যাতে যুক্ত ছিলেন প্রফুল্ল চাকী।তাদের ফিরে আসায় বোমা দিয়েছিলেন হেমচন্দ্র, যেগুলো বানানো হয়েছিল ৬ আউন্স ডিনামাইট, একটা বিস্ফোরক এবং কালো পাউডার ফিউজ। প্রফুল্ল চাকি মুজাফফরপুরে ফিরেছিলেন একটা নতুন ছেলেকে নিয়ে, যার নাম ক্ষুদিরাম বসু।তদানিন্তন বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাজকর্মে পুলিশের সন্দেহ হতে থাকে। কলকাতা পুলিশ কিংসফোর্ডের জীবন বাঁচানোর জন্যে সচেতন হয়ে ওঠে। কমিশনার এফ এল হলিডে মুজাফফরপুর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপেক্ষার বদলে সতর্ক হয়েছিলেন। যাইহোক, চারজন লোককে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি নতুন নাম ধারণ করে যথাক্রমে হরেণ সরকার ও দীনেশ চন্দ্র রায় হয়েছেন, এবং কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এক দাতব্য সরাইখানায় (ধর্মশালা) তারা বাসা নেন। তাদের অজ্ঞাতবাসের দিনগুলোতে ওই বিপ্লবীদ্বয় তাদের লক্ষ্যের কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন রুটিনের ওপর নজরদারি করতেন। দুই বিপ্লবী সফলভাবে তিন সপ্তাহের ওপর তাদের পরিচয় গোপন রাখতে পেরেছিল। মুজাফফরপুরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর্মস্ট্রঙের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে সিআইডি অফিসার কলকাতায় ফিরে এসেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, বিপ্লবীদ্বয় ওখানে পৌঁছায়নি। ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে জায়গামতো হাজির হয়েছিল। স্কুল ছাত্রের ভান করে মুজাফফরপুর পার্কে তারা সমীক্ষা করেছিলেন যে, এটা ব্রিটিশ ক্লাবের উলটো দিকে, যেখানে কিংসফোর্ড ঘনঘন আসেন। একজন কনস্টেবল তাদের দেখেছিল।মুজাফফরপুরে কিংসফোর্ডকে গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টাভাগ্য ভালোর দিনে, প্রিঙ্গল কেনেডি নামে একজন ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের মেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কিংসফোর্ড এবং তার স্ত্রী ব্রিজ খেলছিলেন। তারা রাত ৮.৩০ নাগাদ বাড়ি ফিরতে মনস্থ করেন। কিংসফোর্ড এবং তার স্ত্রী একটা গাড়িতে ছিলেন যেটা কেনেডি এবং তার পরিবারের গাড়ির মতোই দেখতে ছিল। কেনেডি মহিলাগণ কিংসফোর্ডের বাড়ির চত্বর থেকেই যাচ্ছিলেন। যখন তাদের গাড়ি ওই চত্বরের পূর্ব ফটকে পৌঁছায়, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল গাড়িটার দিকে দৌড়ে যান এবং গাড়িতে বোমাগুলো ছোড়েন। একট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে কিংসফোর্ডের বাড়িতে আনা হয়। গাড়িটা ভেঙে গিয়েছিল এবং কেনেডি মহিলাগণ ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। মিস কেনেডি এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যান এবং মিসেস কেনেডি গুরুতর আঘাতের ফলে ২ মে তারিখে প্রয়াত হন।ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল নিজেদের রাস্তায় পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যরাতের মধ্যে সারা শহর ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল, এবং খুব সকাল থেকেই সমস্ত রেলস্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে প্রত্যেক যাত্রীর ওপর নজর রাখা যায়। সকাল পর্যন্ত ক্ষুদিরাম ২৫ মাইল পায়ে হেঁটে ওয়াইনি নামে এক স্টেশনে পৌঁছান। যখন একটা চায়ের দোকানে তিনি এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন, তখন তিনি ফতে সিং এবং শিউ প্রসাদ সিং নামে দুজন কনস্টেবলের মুখোমুখি হন, যারা তার ময়লা পা এবং বিধ্বস্ত ও ঘর্মাক্ত চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ করেছিল। কয়েকটা প্রশ্ন করার পর তাদের সন্দেহ বেড়ে যায় এবং তারা ক্ষুদিরামকে আটক করার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষুদিরাম তাদের দুজনের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে এবং তৎক্ষণা দুটো রিভলভারের একটা পড়ে যায়। অন্য রিভলভারটা দিয়ে কনস্টেবলদেরকে গুলি করতে উদ্যত হওয়ার আগেই কনস্টেবলদের একজন ক্ষুদিরামকে পিছন দিক থেকে মজবুত আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ধরে ফেলে। নবীনতর এবং হালকা চেহারার ক্ষুদিরামের পক্ষে নিজের প্রতিরক্ষা অথবা অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। তার কাছে ৩৭ রাউন্ড গোলাগুলি, ৩০ টাকা নগদ, একটা রেলপথের মানচিত্র এবং একপাতা রেলের সময়সারণি ছিল। ক্ষুদিরাম চিরকালের জন্যে ধরা পড়ে গেলেন! ওয়াইনি রেল স্টেশনটা বর্তমানে নাম বদল করে হয়েছে ক্ষুদিরাম বসু পুসা স্টেশন।অন্যদিকে প্রফুল্ল কয়েক ঘণ্টা কষ্ট করে অনেকটা হেঁটেছিলেন। দিনের মাঝামাঝি ত্রিগুণাচরণ ঘোষ নামে এক নাগরিক লক্ষ করলেন যে, একজন যুবক তার দিকেই আসছেন। তিনি বোমা বিস্ফোরণে ভীত হয়েছেন এবং অনুভব করেছেন যে, প্রফুল্ল চাকি হলেন সেই অন্য বিপ্লবী। ত্রিগুণাচরণ ঘোষ তার জীবন রক্ষা করে তাকে তার বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে বাঁচাতে চাইছেন। তিনি সেই রাতেই প্রফুল্লর কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সমস্তিপুর থেকে মোকামাঘাট যাওয়ার এবং পরবর্তী যাত্রায় হাওড়া যাওয়ার ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করেন। ট্রেনের একই বগিতে ব্রিটিশ পুলিশের একজন সব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি সফর করছিলেন। একটা কথোপকথনে তিনি ধরে ফেলেন যে, প্রফুল্লই হচ্ছেন সেই অন্য বিপ্লবী। শিমুরিঘাট রেল স্টেশনে প্রফুল্ল যখন জল খাওয়ার জন্যে ট্রেন থেকে নামেন, তখন মিস্টার ব্যানার্জি মুজফফরপুর থানায় একটা টেলিগ্রাম পাঠান। মোকামাঘাট রেল স্টেশনে প্রফুল্লকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেন মিস্টার ব্যানার্জি। প্রফুল্ল তার কাছে থাকা রিভলভার দিয়ে নিজের মতো লড়াই করার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে যখন দেখেন যে, রিভলভারে একটামাত্র গুলি আছে, তখন তিনি নিজের মুখের মধ্যে গুলি করেন।হাতে হাতকড়ি লাগানো ক্ষুদিরামকে পয়লা মে মুজফফরপুর থেকে আনা হয়। পুরো শহর থানায় ভিড় করেছিল একদল সশস্ত্র পুলিশকর্মীর ঘিরে থাকা একটা কিশোর ছেলেকে শুধু একপলক দেখার জন্যে। জেলাশাসক মিস্টার উডম্যানের বাড়িতে ক্ষুদিরামকে আনা হয়েছিল। পরের দিন, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মে, ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান লিখেছিল একটা ছেলেকে দেখার জন্যে রেল স্টেশনে ভিড় জমে যায়। ১৮ অথবা ১৯ বছরের এক কিশোর হলেও তাঁকে রীতিমতো দৃঢ় দেখাচ্ছিল। বাইরে তার জন্যেই রাখা এক চারচাকার খোলা গাড়িতে উঠতে প্রথম শ্রেণীর এক রেল কামরা থেকে বেরিয়ে সে হেঁটে আসছিল, এক উফুল্ল কিশোরের মতো, যে কোনো উদ্বেগ জানেনা....গাড়িতে নির্দিষ্ট আসনে বসার সময় ছেলেটা চিৎকার করে বলে উঠল 'বন্দেমাতরম্'। ক্ষুদিরাম বসু তাঁর শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল যুগান্তরে যোগ দেন। একের পর এক বোমা হামলার দায়ে ৩ বছর পর তাঁকে আটক করা হয়। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফরপুর, বিহারে রাতে সাড়ে আটটায় ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে বোমা ছুড়ে তিনজনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের বিচার শুরু হয় ২১ মে ১৯০৮ তারিখে যা আলিপুর বোমা মামলা নামে পরিচিত হয়। বিচারক ছিলেন জনৈক ব্রিটিশ মি. কর্নডফ এবং দুজন ভারতীয়, লাথুনিপ্রসাদ ও জানকীপ্রসাদ। রায় শোনার পরে ক্ষুদিরামের মুখে হাসি দেখা যায়। তাঁর বয়স খুব কম ছিল। বিচারক কর্নডফ তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাঁকে যে ফাঁসিতে মরতে হবে সেটা সে বুঝেছে কিনা? ক্ষুদিরাম আবার মুচকে হাসলে বিচারক আবার প্রশ্নটি করেন। ক্ষুদিরাম তখন ওপরে উদ্ধৃত কথাটি বলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ভোর ছ-টায়। ফাসির মঞ্চ ওঠার সময়ে তিনি হাসিখুশি ছিলেন। ক্ষুদিরামকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখেছিলেন এবং অনেক গানও তখন রচিত হয়েছিল। যেমন, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। তার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সমগ্র ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

ভারতের বিখ্যাত তীর্থযাত্রাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হল কেদারনাথ

ভারতের বিখ্যাত তীর্থযাত্রাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হল কেদারনাথ। আমরা সকলেই জানি উত্তরাখণ্ড রাজ্যটি দেবরাজ্য হিসেবে পরিচিত। নানান বর্ণময়তার সাক্ষী এই দেবরাজ্যেকে মন্দির রাজ্য হিসেবে ও অভিহিত করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫৮৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত কেদারনাথ মঃিদর। এই কেদারনাথ শহরটি মূলত উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত । কেদারনাথ মূলত চার ধাম যাত্রার (বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী) অন্তর্ভূক্ত। মহাভারত অনুসারে জানা যায়, একদা পাণ্ডবরা ভগবান শিবকে তুষ্ট করার জন্য কেদারনাথ মঃিদর নির্মাণ করেন। শোনা যায়, ৮ম শতকে হিন্দু দার্শনিক আদি শঙ্করাচার্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এই মঃিদর দর্শনে এসেছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো - ২০১৩ সালে বিধ্বংসী বন্যায় কেদারনাথ শহরের প্রচুর ক্ষতি হলেও মন্দিরের কোনও রকম ক্ষতি হয়নি। পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাভারত যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা শিবের আশীবাদ প্রাপ্তির জন্য যাত্রা শুরু করেন। যাত্রাপথে বহুবার বাঁধা আসার পর ষাঁ।রে বেশে শিব ভীমকে দর্শন দেন।

এরপর ভীম ষাঁড় বেশধারী শিবকে ধরার জন্য তার গদার সাহায্যে সেই ষাঁড়কে আঘাত করেন। আঘাত হওয়ার পর সেই ষাঁ।রে দেহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির চারিদিকে ছ।য়ে পড়ে । ধার্মিকদের বিশ্বাস এই ষাঁড়ের পশ্চা অংশ রূপেই কেদারনাথ মন্দিরে ভগবান শিব স্থাপিত আছেন । মনে করা হয় ভগবানের এই রূপদর্শনের ফলেই পান্ডবদের পাপ মুক্তি ঘটে । ভগবান শিব সেই সময় পাণ্ডবদের বলেছিলেন তিনি ত্রিকোণ আকৃতি রূপেই ভক্তদের কাছে বিরাজমান থাকবেন। সেই কারণেই আজও কেদারনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহে ত্রিকোণ আকৃতি রূপেই মহাদেব বিরাজিত আছেন । শিব বেশধারী ষাঁড় ভীমের গদার আঘাতে মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত হন । কেদারনাথ ছা।ও বাকী শিবলিঙ্গ গুলি হল - তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, মদমহেশ্বর, কল্পেশ্বর, যা পঞ্চকেদার নামেও পরিচিত। কেদারনাথ হলেন চারধাম যাত্রার অন্যতম প্রধান যাত্রা । সম্পূর্ণ চারধাম যাত্রা যেমন হিন্দু ধর্মপ্রাণ মানুষকে পুন্য দান করে, একই সাথে প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপ্রিয় মানুষকে পরিতৃপ্তি এনে দেয়। এই মন্দিরটি প্রতি বছর বৈশাখ মাসে দর্শণার্থীদের জন্য খোলা হয় এবং কার্তিক মাসের প্রথম দিনে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শীতকালীন সময়টা ভগবান কেদারনাথকে উখিমঠে স্থাপন করা হয়। তবে তুষারাবৃত হিমালয়ের কোলে এবং মন্দাকিনী নদী তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত এই মন্দির এবং পরিবেশের সান্নিধ্য যে কোনও মানুষকে মুগ্ধ করবেই। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথের দূরত্ব প্রায় ১৬ কিমি। এখানে থেকে আপনি ট্রেকিং করে ঘো।ায় এমনকি হেলিকাপ্টারের সাহায্যে ও

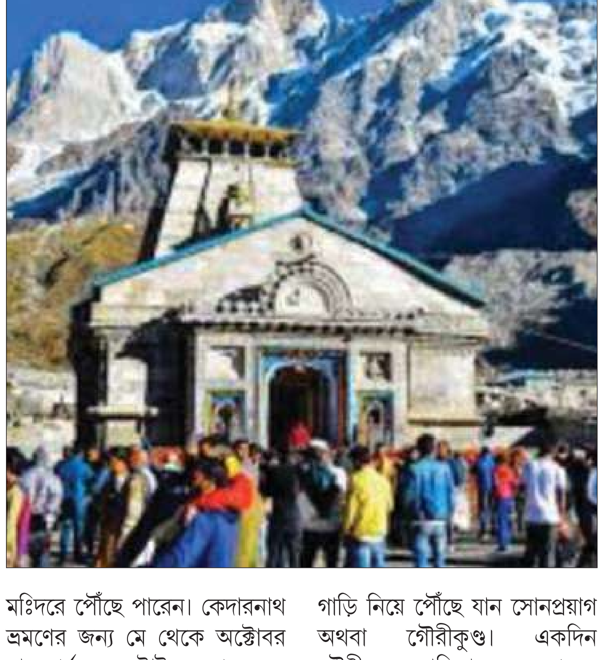

মঃিদরে পৌঁছে পারেন। কেদারনাথ ভ্রমণের জন্য মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়টাই ভ্রমণের জন্য আদর্শ।

কলকাতা থেকে বিমানে চেপে প্রথমে পৌঁছে যান দেরাদুনের জলি গ্রান্ট বিমানবন্দর । সেখান থেকে ৫ ঘণ্টার দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছে যান গৌরীকুণ্ড । গৌরীকুণ্ড থেকে পৌঁছে যান কেদারনাথের উদ্দেশ্যে। ট্রেনে - হাওড়া থেকে ট্রেনে ধরে পৌঁছে যান হরিদ্বার। সেখান থেকে গা।ি ভা।া করে পৌঁছে যান গুপ্তকাশী । এরপর গুপ্তকাশী থেকে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান সোনপ্রয়াগ অথবা গৌরীকুণ্ড। একদিন গৌরীকুণ্ডে রাত্রিবাস করে পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ুন কেদারনাথ দর্শনে। গত বছর বিপুল পুণ্যার্থী হাজির হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছিল প্রশাসনকে। তাই এ বার রাজ্য পুলিশ এবং পর্যটন দফতর প্রতি দিনের পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে। কেদারনাথ ধামের দরজা খোলার পর সেখানে সস্ত্রীক হাজির হয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামী। প্রথম দিনই কেদারনাথ দর্শনে উপচে পড়ে ভিড়। তাপমাত্রা শূন্য থেকে ৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই ঠান্ডা উপেক্ষা করেই শয়ে শয়ে পুণ্যার্থী চারধাম দর্শনে ভিড় জমিয়েছেন। মন্দির চত্বরে অনেকে ভিডিয়ো, রিল বানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন। বিকেটিসির বক্তব্য, মন্দির চত্বরে এ ভাবে রিল তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় বহু মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগছে। ইদানিং সময়ের এই অনুশীলন ভাঙতে কঠোর হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। মন্দির চত্বরে কোনও ভিডিয়ো বা রিল বানালেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে সতর্কবার্তা দিল উত্তরাখণ্ড পুলিশ। কেদারনাথ মন্দির চত্বরে রিল বানানোর একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ধর্মীয় স্থানে এই ধরনের কাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছেন বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ (বিকেটিসি)।মন্দির চত্বরে অনেকেই ভিডিয়ো, রিল বানাচ্ছেন এবং তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন। বিকেটিসি-র বক্তব্য, মন্দির চত্বরে এ ভাবে ভিডিয়ো বা রিল তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় বহু মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগছে। তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, এ কথা জানিয়ে রাজ্য পুলিশকে চিঠি দিয়েছে বিকেটিসি। মঃিদর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কেদারনাথ মঃিদর চত্বরে কোনও ভিডিয়ো বা রিল বানানো যাবে না। কড়া নজরদারি চালানো হবে। এই ধরনের কাজ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভিডিয়ো বা রিল বানালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। কয়েক দিন আগে নতুন একটি বিতর্ক তৈরি করা হয়, কেদারনাথের প্রধান পুরোহিত শিব শঙ্কর লিঙ্গের কথায়, 'কেদারনাথ ধাম হিমালয়ে অবস্থিত। এই মন্দিরের নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও দিল্লি গিয়ে কেদারনাথ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। কেদারনাথ মন্দিরের গুরুত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে। এর ধার্মিকতা নষ্ট করা উচিত নয়।' কেদারঘাটির সীতাপুরে কেদারঘাটি হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ব্যবসায়ীরাও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রেম গোস্বামী বলেন, 'দিল্লিতে কেদারনাথের প্রতীকী মন্দির নির্মাণের ঘোষণার কারণে কেদারঘাটির মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ধামি সরকারের ভুল নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সরকার কেদারঘাটির জনগণের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

নীলবাতি লাগানো গাড়িতে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ আগস্ট ঃ নীল বাতি লাগানো গাড়িতে বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে দুই পাচারকারী। উড়িষ্যা থেকে আনা হচ্ছিল বিপুল গাঁজা। ১০০ কেজি গাঁজা ও নীলবাতি লাগানো গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুনিল বেরা বাড়ি আসানবোনা ঝাড়গ্রাম, অপরজন বিশ্বজিত সিং, বেহালা কলকাতার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে আন্তরাজ্য গাঁজা পাচারকারীদের যোগ রয়েছে কি না তা জানতে আদালতে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে বর্ধমান থানা। পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার আমনদীপ (আই পি এস) জানিয়েছেন, বর্ধমান থানার কাছে গোপন সূত্রে আসে বিপুল পরিমাণে গাঁজা চারচাকা গাড়িতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে পাচার হচ্ছে। পুলিশ সেই মতো জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় নাকা-তল্লাশি শুরু করে। সোমবার ভোর রাতে এন.এইচ-২বি বর্ধমান- সিউরি রোডের সাঁই স্টেডিয়ামের কাছে পুলিশ নীলবাতি লাগানো একটি গাড়িকে আটকায়। গাড়িটিতে পুলিশের স্টিকারও লাগানো গাড়ির যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং গাড়িটিতে তল্লাশি চালালে ছয় বস্তা গাঁজা উদ্ধার হয়। দুই ব্যক্তি কে গ্রেপ্তার করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে ধৃতরা খড়গপুর শহর থেকে গাঁজা ভর্তি গাড়ি নিয়ে গুসকরা যাচ্ছিলো। এই ১০০ কেজি গাঁজা তারা উড়িষ্যা কেয়ানঝাড় থেকে নিয়ে এসেছিলো, নীলবাতি গাড়ি ব্যবহার করে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিল ধৃতরা। এই গাঁজা পাচারের পিছনে আন্তরাজ্য গাঁজা পাচারচক্রের যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রায়গঞ্জে মেডিক্যালে ২ ডাক্তারি পড়ুয়ার শ্লীলতাহানির চেষ্টা মদ্যপের

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১২ আগস্ট ঃ আরজিকরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ডাক্তারি পড়ুয়া ২ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা। হুমকি মদ্যপের। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল কলেজে। মেডিকেলের পুলিশ ফাঁড়ির সামনেই এই ঘটনায় রীতিমতো তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে সরব সাধারণ মানুষও। সোমবার সকাল থেকে আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে রায়গঞ্জ মেডিকেলে আন্দোলন চলচ্ছিল। সেই আন্দোলনে ছিল পড়ুয়া চিকিৎসকরাও। সেই পড়ুয়া চিকিসকদের মধ্যে দুজন ছাত্রী হাসপাতাল ক্যান্টিনে খাবার খেতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় পুলিস ক্যাম্পের গেটের সামনে এক মদ্যপ ব্যাক্তি মেডিকেলের দুই ছাত্রীর পথ আটকে অশালীন কথা বলে। তার প্রতিবাদ করলে দুই ছাত্রীকে হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। সেই মুহূর্তে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও জুনিয়ার ডাক্তাররা মিলে অভিযুক্তকে পুলিস ক্যাম্পের পুলিসের হাতে তুলে দেয়। এরপর রায়গঞ্জ থানার পুলিস এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় নিগৃহীত ডাক্তারি পুয়া ছাত্রীরা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষরা ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ করে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়ার আবেদন করেছে। সংবাদমাধ্যমে তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী বলেন, ক্যান্টিনে খেতে এসেছিলাম। বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। সেইসময় একজন নেশা করে এসে আমাদের কটূক্তি করে। কুৎসিত ইশারাও করে। হাসপাতালে এরকম হওয়া ঠিক নয়। সাধারণ নীতিবোধই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। আমরা চাই আমাদের ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হোক। হস্টেলের নিরাপত্তা বাড়ানো উচিত। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হরিদাস মণ্ডল বলেন, আমি প্যাসেঞ্জার টোটো থেকে নামাচ্ছিলাম। সেইসময় আমার পেছনেই মেয়ে দুটো দাঁড়িয়েছিল। সেইসময় একজন নেশা করে এসে ওই দুই মেয়েকে হুমকি দিচ্ছিল। মেয়েগুলো সরে যাচ্ছিল আর সেই লোকটা ওদের কাছে ঘেঁসে যাচ্ছিল। বলছিলে দেখে নেব। মেয়েদের আমি বললাম তোমাদের হাতে নেই? দাও দু-ঘা লাগিয়ে। ওই সময় কয়েকজন এসে ওই মাতালটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

তিস্তায় লাল সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ রাতভর বৃষ্টির পর সোমবার সকাল থেকে থেকে মেঘলা আকাশ। সোমবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। সোমবারও দফায় দফায় গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। সোমবার সকাল ৭ টায় জল ছাড়ার পরিমাণ ১২৯১.৫৮ কিউমেক। দফায় দফায় জল ছাড়া হয় ব্যারেজ থেকে। তিস্তায় লাল সতর্কতা। বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত তিস্তার মেখলিগঞ্জে লাল সতর্কতা জারি রয়েছে অসংরক্ষিত এলাকায়। পাশাপাশি তিস্তার দোমহনীতে অসংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা।

OFFICE OF THE
LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA,
DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104

E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 thFC)/NIT(e)-03/2024-25 E- tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 (Three) Nos. different works. Last date of Submission of Bid(Online) 19.08.2024 at 11.00 AM. Bid Opening Date (online) 21.08.2024 at 11.00 AM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-10/2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 16.08.2024 & Time upto 12.00 PM. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificates for **618** Equity shares of FV **Rs. 10/-** (Rupees Ten only) each with Folio No. **0704181** of **LINDE INDIA LIMITED**, having its registered office at **Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal, 700088** registered in the name of **Nares Chandra Ghose** have been lost. **Sila Ghosh** have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

Folio No.	No. of securities held	Security Certificate No	Distinctive From - To
0704181	154	417547	11173384 - 11173537
	60		579048 - 579107
	65		4744349 - 4744413
	40		2155060 - 2155099
	20		99541 - 99560
	56		2770804 - 2770859
	20		343993 - 344012
	87		6293755 - 6293841
	116		8423032 - 8423147

Date: 13-08-2024 Sd/-
Place: Kolkata Sila Ghosh

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ নকশালবাড়ি পুলিশ ও দার্জিলিং পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের যৌথ অভিযানে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার গ্রেফতার ১ যুবক। ধৃতের নাম উৎপল বর্মন (২১) নকশালবাড়ির রঘুজোতের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নকশালবাড়ির রঘুজোতের ক্যানালে ওতপেতে বসে ছিল পুলিশ ও এসওজি। সাইকেল করে এক যুবক মাদক নিয়ে গ্রামে ঢোকার সময় পুলিশের সন্দেহ হলে যুবককে আটক করে তল্লাশি চালালে ২০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। পরে যুবকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেনফিকেশন নম্বরঃ এল৫০৫০০ডব্লুবি১৯৬৪পিএলসি০২৬০৫৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড,
থানা- শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in ই-মেইলঃ foundryfuel@gmail.com
ফোন নংঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

৩০শে জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে জুন ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১শে মার্চ ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে জুন ২০২৩ অনিরীক্ষিত	বার্ষিক সমাপ্তি ৩১শে মার্চ ২০২৩ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	-	-	-	-
নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর এবং / অথবা আগে ব্যতিক্রমী আইটেম)	(৩.৯৫)	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(২৫.০৫)
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	(৩.৯৫)	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(২৫.০৫)
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরবর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	(৩.৯৫)	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(২৫.০৫)
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সমন্বিত সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩.৯৫)	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(২৫.০৫)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ার সহ)	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)				(৯০১.৫৩)
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) [চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য] ১. মৌলিক	(০.০৫)	(০.১৪)	(০.০৬)	(০.৩১)
২. মিশ্রিত	(০.০৫)	(০.১৪)	(০.০৬)	(০.৩১)

মন্তব্যঃ
১. উপরেরটি এসইবিআই (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ জুন ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.co.in-এ উপলব্ধ।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ই আগস্ট ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ('এসইবিআই') দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড [আইএনডি এএস] অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের জন্য এবং পক্ষে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
ডিরেক্টর
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪ ডিআইএন ০৭৮৯৫৩৫৭

দান্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN: L51226WB1982 P LCO35467
রেজি. অফিসঃ ১, ক্রুকড, নিচতলা, রুম নং জি ২,
কলকাতা - ৭০০০৬৯, যোগাযোগের নম্বরঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com ওয়েবসাইটঃ www.dantavyapar.com
অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি ৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য
(অন্যথায় বলা না থাকলে সমস্ত পরিমাণ হাজার টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২৯২৬.৮৮	২৭২৪.১০	৩০২.১৯	৯৫৯৩.৫৩
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩৩৫.৪৮	৩৭৯.৪১	(৩০১.৪৭)	২২১.০৩
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩৩৫.৪৮	৩৭৯.৪১	(৩০১.৪৭)	২২১.০৩
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	২৫১.০৪	৩২৩.৭৮	(৩০১.৪৭)	১৪৯.৪৯
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) লাভ / (লোকসান) মেয়াদের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	২৫১.০৪	১৭৯৫০৫.৯২	(৩০১.৪৭)	১৭৯৩৩১.৬৪
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষিত)	-	-	-	২৬০৯৮৮.৬০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (আগে এবং অসাধারণ আইটেম পরে) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র (টাকা)	০.০৫৩	০.০৬৮	(০.০৬৪)	০.০৩১

নোট ঃ
১) ৩০.০৬.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২) উপরেরটি আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পূরণ করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://www.dantavyapar.com এ উপলব্ধ

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে
দান্ত ভায়পার কেন্দ্র লিমিটেডের জন্য
স্বা / -একতা আগরওয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২ আগস্ট, ২০২৪ DIN: 01369717

হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কো. লিমিটেড

CIN: L28939WB1982PLC035023
রেজ. অফিস.ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তল, কলকাতা(প.ব.)-৭০০০০৭
প্রশাসনিক অফিসঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ডফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (ইউপি)-২০১৩০১
ওয়েবসাইটঃ **www.hepcl.co.in**, ই-মেলঃ **harvatex@yahoo.com**, **investcos@yahoo.com**
ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়(নিট)	--	--	৭৭.২৯
২	মোট খরচ	৩.২৪	৩.১০	১৪.৩০
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) ব্যাপক অসাধারণ আইটেমের করের পূর্বে	(৩.২৪)	(৩.১০)	৬৪.১০
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) ব্যাপক অসাধারণ আইটেমের পরে করের পূর্বে	(৩.২৪)	(৩.১০)	৬৪.১০
৫	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দেওয়ার পরে	(৩.২৪)	(৩.১০)	৪৭.০৮
৬	মোট ব্যাপক আয় কর প্রদানের পরে	(৩.২৪)	(৩.১০)	১১৩.১৯
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০
৮	সংরক্ষণ (উত্থাপিত সংরক্ষণ সহ যা দেখানো হয়েছে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে পূর্বেকার বছরে)	-	-	১,৮৪৩.১২
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) (ফেস ভ্যালু ১০ /- টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(০.৪৫)	(০.৪৩)	৬.৫৫

নোটঃ
ক) উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.hepcl.co.in** এবং **cse www.cse- india.com** তে।
খ) উপরিউক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে পর্যালোচনা বর্গের সভায় ১২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ।
গ) অসাধারণ আইটেম গুলি সংযুক্ত করা হয়েছে আই এন ডি-এ এস রুল অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির তথ্যের সাথে।

বোর্ডের ডিরেক্টরের পক্ষে,
হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কো. লিমিটেড
স্বা /- মোহন থ্রায়িল
ডিরেক্টর
স্থানঃ নয়ডা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৩
ওয়েব ঃ www.championcommercial.in ইমেলঃ mumbai@singhaniagroup.com
টেলিফোনঃ + ৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN : L51909WB1982PLCO34891

৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	বিবরণ	বিবরণ	বিবরণ
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৬৮.৭৯	৬,২৮৯২৪	১৬,১১৩.৬৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ(ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	-৭৫.১৬	১৭৯.৭৮	-৪১.৩৯
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	-৭৫.১৬	১৭৯.৭৮	-৪১.৩৯
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	-৭১.৭৪	১৩২.৬৬	-৩৮.৪০
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের লাভ (ট্যাক্স পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (ট্যাক্স পরে)	৬৬.৪৪	৬৭৮.৩১	১,৫৫৩.২৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) মূল / মিশ্র	-৩৫.৮৭	৬৬.৩৩	-১৯.৪০

নোটঃ
উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১২ আগস্ট, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস তাদের সভাগুলিতে অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছেন।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে
স্বা / - গৌরব সিঙ্গানিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪ DIN-01186568

ANANDA CHANDRA COLLEGE
JALPAIGURI

Notice Inviting e-Tender
NIT Id : 2024_DHE_732008_1
For Details visit College Website **www.accollege.in**
e-NIT no. ACE/E-TEND/24-25/001
Dated 12.08.2024
For Bid submission please log in **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Principal
Ananda Chandra College

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA
Notice Inviting e-tender
E-NIT No 11/MGP/2024-25, 12/MGP/2024-25 & 13/MGP/2024-25)

Pradhan Maliara Gram Panchayat Invite Percentage Rate e-tender for the 15 nos different works atdifferent Places. All Information is available www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

জেমস কমার্শিয়াল কো. লিমিটেড

CIN: L51109WB1983PLC035777
রেজ. অফিস.ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তল, কলকাতা(প.ব.)-৭০০০০৭
প্রশাসনিক অফিসঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ডফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (ইউপি)-২০১৩০১
ওয়েবসাইটঃ **www.gemscommercial.co.in**, ই-মেলঃ **gemscom@yahoo.com**,, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়(নিট)	--	-	৫২২.৭৬
২	মোট খরচ	৪.৮৭	৮.৭০	৪৩.৭০
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) ব্যাপক অসাধারণ আইটেমের করের পূর্বে	(৪.৮৭)	(৮.৭০)	৪৭৯.০৭
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) ব্যাপক অসাধারণ আইটেমের পরে করের পূর্বে	(৪.৮৭)	(৮.৭৮)	৪৭৮.৯৬
৫	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দেওয়ার পরে	(৪.৮৭)	(৮.৭৮)	৩৫৭.১৮
৬	মোট ব্যাপক আয় কর প্রদানের পরে	(৪.৮৭)	(৮.৭৮)	৭০২.৪৩
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০
৮	সংরক্ষণ (উত্থাপিত সংরক্ষণ সহ যা দেখানো হয়েছে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে পূর্বেকার বছরে)	-	-	১৩,২৪৩.৫২
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) (ফেস ভ্যালু ১০ /- টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(০.০৮)	(০.১৪)	৫.৭৩

নোটঃ
ক) উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.gemscommercial.co.in** এবং **cse www.cse- india.com** তে।
খ) উপরিউক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে পর্যালোচনা বর্গের সভায় ১২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ।
গ) অসাধারণ আইটেম গুলি সংযুক্ত করা হয়েছে আই এন ডি-এ এস রুল অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির তথ্যের সাথে।

বোর্ডের ডিরেক্টরের পক্ষে,
জেমস কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
স্বা /- উমা জৈন
ডিরেক্টর
স্থানঃ নয়ডা
তারিখঃ ১২.৮.২০২৪

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.:1636/WS/SD Dated: 12/08/2024

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT10/8e/24 and Tender Id No-2024_MAD_732347_1 to 4** for supply of pipe, strainer, & etc. for sinking of tube well at w-6 & 22 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **02/09/2024 at 15:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড

(পূর্বে BNK ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN: L34202WB1986PLC040542
রেজি.অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোন নম্বরঃ(০৩৩) ৬৬২৫ ১০০০ /১৫০০ টেলিফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৩০৬৮৪৪
ই-মেইলঃ secretarial.qcml@rpsg.in ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in
৩০.০৬.২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১৪৩.৬২	২,২২৭.৬৩	১৪১.৭৫	২,৬৪৫.৭৯
২.	লাভ / (ক্ষতি) করের আগে	১৪৬.৬০	২,২২৫.৮৬	১৩২.২২	২,৬০৭.৫৫
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সাধারণ কার্যকলাপ থেকে	১১৭.৩০	১,৭৩০.৯৮	৯৮.৭৬	২,০১৫.১৭
৪.	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) করের নেট	২৫,৩৫০.২৬	-২,৬১৫.০৭	১২,০৬৬.১৫	৩১,৫২৪.৮৭
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	৯৭,৬৪২.১৬
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (চালিয়ে রাখার জন্য এবং বন্ধ অপারেশন)- (প্রতিটি ১০ /- টাকা) ক) মূল	১.১৭	১৭.৩১	০.৯৯	২০.১৫
	খ) মিশ্র	১.১৭	১৭.৩১	০.৯৯	২০.১৫

দ্রষ্টব্য
১. নিরীক্ষা কমিটি এই ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছে এবং পরিচালনা পর্ষদ ১২ আগস্ট ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় উপরের ফলাফলগুলি অনুমোদন করেছে।
২. উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস বিএসই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন www.qcml.in
৩. বর্তমান সময়ের উপস্থাপিত পরিসংখ্যানগুলি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়ের জন্য চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের জন্য
সুনীল ভান্ডারী
চেয়ারম্যান
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১২-০৮-২০২৪ DIN:00052161

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **২০ আগস্ট** ২০২৪ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ৮ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx2023	বিপিন কুমার রোস্তগি	৪,৯৪,৪৮০.৭৪	০৩ .০৮. ২০২৪
২	xxxx0080	নীলমণি পাল	৯৭,৮৬৪.৮৩	১২ .০৮. ২০২৪
৩	xxxx9841	অমিত বাঙাল	১,৩৩,৩৭৮.৬৩	১২ .০৮. ২০২৪
৪	xxxx5721	কাঞ্চন বসু	৫,২৭,৩১৫.১৮	১২ .০৮. ২০২৪
৫	xxxx5811	উজ্জ্বল সিনহা	১০,১৭,৭৩০.০০	১২ .০৮. ২০২৪
৬	xxxx3834	সোমা নানসি সেভেল	৬৬,৫৮৭.০০	১২ .০৮. ২০২৪
৭	xxxx9792	স্বপন কুমার চ্যাটার্জী	১,৪৩,১৩৫.০২	১২ .০৮. ২০২৪
৮	xxxx8695	বিপিন কুমার সাহাচৌধুরী	৪৬,০০৩.০০	২০.০৭.২০২৪
৯	xxxx8839	আশিষ কুমার নাগ	২,৭৪,৭৩৩.০০	১২ .০৮. ২০২৪
১০	xxxx7162	বলাই বসু	২,৬১৮.০০	১২ .০৮. ২০২৪
১১	xxxx1244	দেবাশিষ বেরা	৮,৪৮,১০১.১৬	১২ .০৮. ২০২৪
১১	xxxx6221	শ্যামলী বোস	৪১,২৭৬.৪৩	২০.০৭.২০২৪

তারিখ- ১৩ ।৮ ।২০২৪ স্বা /-
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/003/17/2024-2025
Name of the work: **Repairing of paver block and IPS pavements at 1/6, 1/2/22, 1/4, 1/5B, etc. J.K. Ghosh Road and surrounding areas in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,63,714.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/002/06/2024-2025/BS
Name of the work: **Replacement of broken door of Bustee privies at 1/1/9, Dum Dum Road, Tikiapara Bustee and other Bustee areas in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,016.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/001/06/2024-2025/BS
Name of the work: **Restoration of Bustee IPS passages at Chandra Kumar Roy Lane and other surrounding areas in Ward No.-001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,032.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/001/07/2024-2025/BS
Name of the work: **Repairs to I.P.S. passages at 96 Cossipore Road, Srishti Dhar Lane and other Bustee areas in Ward No.-001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,452.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/002/04/2024-2025/BS
Name of the work: **Maintenance of UG Bustee sewer at 1/1/9 Dum Dum Road, 6 Dum Dum Road, 57 BT Road and other Bustee areas in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,49,481.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/004/12/2024-2025
Name of the work: **Renovation of Pubali Community Hall in Ward No.-004 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,54,969.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **27.08.2024 - 9 am (For Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on: **29.08.2024 - 9 am (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (6 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/09/2024-2025/R
Name of the work: **Relaying of kerb and channel near Jogesh Bhramhachari Sarani, Dr. Radha Kumud Mukherjee Sarani, Gariahat Road, Fern Place, Fern Road etc. and others allied civil works in Ward No.-68.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,88,220.33.** Earnest money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/10/2024-2025/D
Name of the work: **Restoration of paver block and IPS on footpath near 5/B Cornfield Road, Ballygunge Place, R.B. Avenue and others different places in Ward No.-68 disturbed by CESC and Natural Wear and Tear.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,59,879.87.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **27.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **29.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/012/24-25/PARK
Name of the work: **Regular maintenance of K.M.C. Park at Diamond Park and Green View Park in Ward No.-144.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,61,075.10.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **210 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/017/24-25
Name of the work: **Restoration of C.C. road at Biren Roy Road (East) near Premises No.-10/7 in Ward No.-123.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,91,842.08.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/015/24-25
Name of the work: **Construction of U/G sewer at Kailash Ghosh Road near Premises No.-357 in Ward No.-123.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,91,944.77.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/016/24-25/PARK
Name of the work: **Maintenance of Park by plantation and carried earth and minor civil works at Pragati Sishu Uddayan in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,83,445.18.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **24.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** The tender will be opened on: **27.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/08/2024-2025
Name of the work: **Repairing of I.P.S. footpath along Pagyapatty and different places in Ward No.-042.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,95,815.26.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **28 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/7/2024-2025
Name of the work: **Resetting of kerb and channel and allied works at different place in Ward No.-48, under BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,48,767.66.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/8/2024-2025
Name of the work: **Repairing and maintenance of bathing platform at 18 Nabin Ch. Boral Lane, 10 Prem Chand Boral Street and different plases in Ward No.-48, under BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,192.58.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **27.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of tender: **29.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/034/24-25 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of road by providing hot mix at Hossainpur, Madurdaha etc. in Ward No.-108, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **3,02,497.11.** Earnest money: ₹ **6,100.00.** Period of completion: **240 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/35/24-25
Name of the work: **Renovation of passage providing I.P. concrete near FC-98, FC-67 R.D. Main Road & different places etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **4,99,166.96.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/038/24-25
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage system damaged during laying of W/S pipe line at Prasanna Das Road, Unique Park, P. Mazumdar Road & others in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹**1,77,630.46.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/039/24-25
Name of the work: **Cleaning of pond & surrounding at Kalikapur near Matangini Hospital including removal of weeds water hyacinth during Chhat Puja in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **1,45,489.33.** Earnest money: ₹ **3,000.00.**Period of completion: **50 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/041/24-25
Name of the work: **Desilting of U/G drainage system at Green Lane & adjacent areas in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **1,98,509.44.** Earnest money: ₹ **4,000.00.**Period of completion: **80 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/09/24-25
Name of the work: **Desilting of U/G drainage system near Saradapally & different places etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,56,655.04.** Earnest money: ₹ **3,200.00.**Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/34/24-25
Name of the work: **Renovation of footpath near GF-10, GF-2 R.D. Main Road & different places etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **2,57,773.93.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **75 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/036/24-25/Bustee
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at slum area of New Bantala etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,49,881.01.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/037/24-25/Bustee
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at slum area of Panchannagram, Majhi Para etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,49,986.05.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/043/24-25/Bustee
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at slum area of 18/3 Kalikapur H/o Rekha Halder & other in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,99,967.69.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **100 days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/044/24-25/Bustee
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at 18/3 Kalikapur slum area H/o Khoka Manna & others in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,49,996.97.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **100 days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/060/24-25/BS
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at slum area of Premises No.-B/45 Ganganagar & others in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,50,032.32.** Earnest money: ₹ **3,100.00.** Period of completion: **105 days.** Last date and time of submission of bid: **22.08.2024-12 noon (For Sl. No. 1 to 12).** Date and time of opening of tender: **24.08.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12).**

(397/24-25)

বিজ্ঞান - পরিবেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অ্যান্টার্কটিকায় বরফ গলে মিলেছে মাটির দেখা

অ্যান্টার্কটিকা মানেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে সাদা এক বরফের মহাদেশ। পেঙ্গুইন, সিল আর তিমির অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত এই মহাদেশ নিয়ে রহস্যের শেষ নেই। সেখানে অসংখ্য হ্রদ থাকলেও জল জমে বরফ হয়ে গেছে। ফলে সেখানে ঠান্ডায় বেঁচে থাকাই বেশ কঠিন। তবে বেশ কয়েক বছর ধরেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অ্যান্টার্কটিকায় বরফ গলে অনুর্বর মাটির দেখা মিলছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বরফ গলে যাওয়ার কারণে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ ছোট কোনো দেশের আয়তনের সমান ভূমি দেখা যাবে অ্যান্টার্কটিকায়। অ্যান্টার্কটিকা সবুজ এলাকার সন্ধান দিতে নতুন মানচিত্র তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। পুরো অ্যান্টার্কটিক মহাদেশের কোথায় কোথায় সবুজ উদ্ভিদ আছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই মানচিত্রে। বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলো একত্রিত করে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী ক্লডিয়া কোলেসিয়ে বলেন, 'আমরা মোট ৪৪.২ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে উদ্ভিদ শনাক্ত করেছি। এসব উদ্ভিদের বেশির ভাগই অ্যান্টার্কটিকার উপদ্বীপ ও প্রতিবেশী দ্বীপগুলোতে রয়েছে, যা আয়তনে অ্যান্টার্কটিকার বরফমুক্ত এলাকার মাত্র ০.১২ শতাংশ।'

মানচিত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের দলনেতা এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী শার্লট ওয়ালশ বলেন, 'এই নতুন মানচিত্র আমাদের সামনে তথ্য পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমরা এই মানচিত্র নানাভাবে ব্যবহার করতে পারি। অ্যান্টার্কটিকায় উদ্ভিদের বিস্তার ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের নজর রাখতে সহায়তা করবে। অ্যান্টার্কটিকার উদ্ভিদগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে কঠিন পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখানকার উদ্ভিদগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। নতুন মানচিত্রের মাধ্যমে আমরা জানি বিভিন্ন গাছ কোথায় খুঁজতে হবে। এসব গাছের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' অ্যান্টার্কটিকায় এখন যে ভূমি বা মাটি দেখা যায়, সেখানে শেওলা ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। অ্যান্টার্কটিকার সবুজ হিসেবে লাইকেন ও শেওলাকে ধরা হয়। যদিও প্রায় ১০০ প্রজাতির বেশি উদ্ভিদ রয়েছে অ্যান্টার্কটিকায়, যার মধ্যে দ্রুতবর্ধনশীল সাধারণ লন ঘাসও রয়েছে। বর্তমানে অ্যান্টার্কটিকার দক্ষিণ জর্জিয়া থেকে লিভিংস্টন দ্বীপ পর্যন্ত এই ঘাস দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

টেলিস্কোপটি গ্রহাণু ও ধূমকেতুর অবস্থান শনাক্ত করলেও এবার তা ধ্বংস করা হবে বলে ঃ নাসা

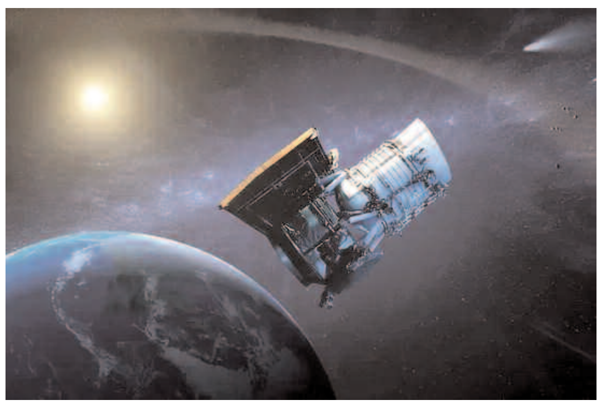

মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের জন্য বিভিন্ন ধরনের টেলিস্কোপ ব্যবহার করে থাকে নাসা। হাবল টেলিস্কোপ, জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের কথা বেশি শোনা গেলেও পৃথিবীর কাছাকাছি থাকা গ্রহাণু ও ধূমকেতুর ওপর নজর রাখা নিওওয়াইজ স্পেস টেলিস্কোপের কথা অনেকেই জানেন না। ১৫ বছর ধরে নিওওয়াইজ স্পেস টেলিস্কোপটি পৃথিবীর কাছাকাছি থাকা গ্রহাণু ও ধূমকেতুর অবস্থান শনাক্ত করলেও এবার তা ধ্বংস করা হবে বলে জানিয়েছে নাসা। নাসার তথ্যমতে, নিওওয়াইজ (নেয়ার আর্থ অবজেক্ট ওয়াইড-ফিল্ড ইনফ্রারেড সার্ভে এক্সপ্লোরার) টেলিস্কোপের ট্রান্সমিটার এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহাণু ও ধূমকেতু শনাক্তের জন্য ১৫ বছর ধরে সক্রিয় ছিল টেলিস্কোপটি। প্রথমে সাত মাসের জন্য মহাকাশে পাঠানো হলেও ১৫ বছর কাজ করেছে টেলিস্কোপটি।

সব মিলিয়ে ২৫টি নতুন ধূমকেতুসহ দুই শর বেশি অজানা বস্তু শনাক্ত করেছে এই টেলিস্কোপ। এ ছাড়া মহাকাশে থাকা প্রায় ৪৪ হাজার বস্তুর বিষয়েও তথ্য সরবরাহ করেছে। জীবনকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় টেলিস্কোপটি ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস অ্যাঞ্জেলেসের অধ্যাপক অ্যামি মেনজার লস বলেন, 'নিওওয়াইজ টেলিস্কোপ সত্যিই তার আসল জীবনকাল শেষ করেছে। আমরা যা পাওয়ার আশা করছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি।' ২০০৯ সালে নিওওয়াইজ স্পেস টেলিস্কোপ ওয়াইজ মহাকাশ মিশন নামে পাঠানো হয়।

আলোচিত টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মতোই বেশ শক্তিশালী ছিল এই টেলিস্কোপ। চালুর সাত মাস পর দেখা যায় এই টেলিস্কোপ অনেক বেশি সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করছে। পরবর্তী সময়ে টেলিস্কোপটি ২০১১ সাল পর্যন্ত কাজ করবে বলে জানানো হয়েছিল। জানা গেছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস করা হবে নিওওয়াইজ টেলিস্কোপটি। এরপর নিওওয়াইজ টেলিস্কোপের চেয়েও শক্তিশালী 'নিও সার্ভেয়ার' নামের নতুন একটি টেলিস্কোপ মহাকাশে পাঠানো হবে। তবে এ জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত।

পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ব্যানার পড়লো হাওড়ার বাঁকড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্টঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার ব্যানার পড়লো হাওড়ার বাঁকড়ায়। ডোমজুড়ের বাঁকড়া তিন নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সদস্য ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে এলাকার জুড়ে দুর্নীতি পোস্টার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বার বার বাঁকড়া অঞ্চলেই এই ধরনের পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ এই নিয়ে মুখ না খুললেও, পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকা কেউই এই ব্যানার পোস্টারের বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। এখনো পর্যন্ত অভিযোগও দায়ের হয়নি থানায়। বাঁকড়া ৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কবিরুল পিয়াদা বলেন, রাতের অন্ধকারে কারা এই কাজ করেছেন আমি জানিনা। তবে পঞ্চায়েত সদস্যের দুর্নীতি নিয়ে মিথ্যে অপপ্রচার করা হচ্ছে। কারা করছে তা জানা নেই। তবে এই কাজ বিরোধীরা হয়তো করে থাকতে পারে। যা অভিযোগ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দলের কিছু বিরোধী ছেলে রয়েছে। তাদের আমাদের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না বলে মনে হয়। তারা এ কাজ করে থাকতেও পারে। তারা মনে করছে এরকম অপপ্রচার করে দলের একটা জায়গায় আসবে। আমাদের সমর্থন যারা করে তারা কেউ এই কাজ করবে না। এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করব। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হবে।

১৭ আগস্ট বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার

কারাকাস, ১২ আগস্টঃ বিশ্বজুড়ে ১৭ আগস্ট বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধীরা। দেশটিতে গত ২৮ জুলাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। তবে নির্বাচনে নিজেদের জয়ী দাবি করেন বিরোধীরা। এই দাবির প্রতি সমর্থন চেয়ে রবিবার দেশটির বিরোধীরা বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাদুরোকে বিজয়ী ঘোষণা করে দেশটির জাতীয় নির্বাচন পরিষদ (সিএনই)। এর মধ্য দিয়ে তিনি টানা তৃতীয়বারের মতো লাতিন আমেরিকার দেশটির প্রেসিডেন্ট হলেন। তবে নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, মাদুরোর চেয়ে অনেক বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন বিরোধী প্রার্থী এডমান্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া। জনসমক্ষে ভোটের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফলাফল প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছেন বিরোধীরা। বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, এই শনিবার (১৭ আগস্ট) তাঁরা ভেনেজুয়েলাসহ সারা বিশ্বের সড়কে নেমে বিক্ষোভ দেখাবেন। মারিয়া বলেন, 'চলুন, একসঙ্গে আওয়াজ তুলি, যাতে পুরো বিশ্ব আমাদের বিজয়কে সমর্থন করে। সত্য ও জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়।'অন্যদিকে গঞ্জালেজ উরুতিয়া পৃথকভাবে বলেন, 'আমরা জিতেছি। ভেনেজুয়েলা জিতেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে শুরু হলো ৭০ তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

মালিগাঁও, ১২ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ৭০তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ও মহিলা) ২০২৪-২০২৫-এর আয়োজন করা হচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপটি ১২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত এন. এফ. রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব মুখ্য অতিথি হিসেবে টুর্নামেন্টের পতাকা উত্তোলন করে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও এন. এফ. রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ)-এর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এনএফআরএসএ-এর সভাপতি সকল অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন, এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি পাঁচ দিনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে এবং ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এর সমাপ্তি ঘটবে। ভারতীয় রেলওয়ে বিভিন্ন জোন থেকে

১৯টি টিম এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে। খেলোয়াড়, কোচ আধিকারিক, রেফারি ও রেলওয়ে স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ডের পর্যবেক্ষক মিলিয়ে আনুমানিক মোট ১৮০ জন ব্যক্তি এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিবেন। পুরুষ ও মহিলা উভয় শাখায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় খেলোয়াড়রা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবেন। জিত চন্দ্রা, অনির্বাণ ঘোষ, আকাশ পাল এবং রোনিত ব্যানার্জির মতো শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা সংশ্লিষ্ট জোনের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন। সুতীর্থা মুখার্জি, পয়মন্তি বৈশ্য এবং মৌমিতা দত্তের মতো খেলোয়াড়দের দল অন্যান্য যোগ্য খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন। মন ও শরীরকে সুস্থ রাখতে একজন ব্যক্তির জন্য ক্রীড়া হলো এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা তৈরি ও বিকশিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যা ভারতীয় রেলওয়েকে গৌরবান্বিত করবে।

এই ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করার ফলে উঠতি যুবপ্রজন্মের সামগ্রিক বিকাশ তরান্বিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নতুন করে পাঠানো হচ্ছে সাবমেরিন

তেহেরান, ১২ আগস্ট ঃ ইসরায়েলে ইরানের হামলার আশঙ্কায় মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে ইসরায়েলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দ্রুত রণতরি পাঠানোর পাশাপাশি নতুন করে সাবমেরিন পাঠানো হচ্ছে। ইরানের হুমকির মুখে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের সঙ্গে ফোনালাপের পর এ পদক্ষেপ নেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন। পেন্টাগন জানিয়েছে, অস্টিন ইউএসএস জর্জিয়া নামে সাবমেরিনটিকে মধ্যপ্রাচ্য যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইউএসএস জর্জিয়া মূলত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত একটি পারমাণবিক সাবমেরিন। এটি ইতালির কাছে মহড়া শেষে ভূমধ্যসাগরে কাজ করছিল। এ ছাড়া অস্টিনের পক্ষ থেকে রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ও এফ-৩৫সি যুদ্ধবিমান মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চলে থাকা আরেকটি রণতরির স্থানে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন মোতায়েন রাখা হবে। এ রণতরিকে দ্রুত গন্তব্যে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণত মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিনগুলোর গতিবিধি খুব কমই প্রকাশ্যে জানানো হয়। এ ধরনের সাবমেরিনের কাজ গোপনীয়। তাই সাবমেরিনটিকে মোতায়েনের প্রকাশ্য ঘোষণাকে ইরান ও তার মদদপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (প্রক্সি) জন্য স্পষ্ট বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিবিসি বলছে, মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইসরায়েল ও মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অস্টিন বলেছেন, মিত্রকে রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত তাঁরা। ইরানের রাজধানী তেহরানে গত ৩১ জুলাই দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে নিহত হন হামাসের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়া। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছে তেহরান। ইরান এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে এ হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইরান ছাড়াও ইসরায়েলে হামলা চালাতে পারে ইরানসমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। হানিয়াকে হত্যার কয়েক ঘণ্টা আগে বৈরুতে বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ নেতা ফুয়াদ শুকরকে হত্যা করে ইসরায়েল। ইসরায়েলের এ হামলার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতেই ইসরায়েলকে রক্ষা করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। কাতারের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহরান কামরাভা বলেন, ইরান ও হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে সাবমেরিন পাঠাচ্ছে।

Name Change
I, Md Suheal Akhtar S/O Shahjahan Akhtar, declare that my minor daughter said name Aisha Akhtar (old name), residing at ,B119/2, Bandipur Road, P.O.- Bansdroni, P.S.- Bansdroni, Kolkata- 700070, West Bengal, INDIA, have changed my daughter's name to (shall henceforth be known as) Ayesha Akhtar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Ayesha Akhtar (new name) and Aisha Akhtar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Gulab Chandra Kahar (old name) S/O Arjun Kahar, residing at 89U/1A, Cossipore Road, P.S.- Cossipore, Kolkata-700002, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gulab Chand Kahar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/08/2024. Gulab Chand Kahar (new name) and Gulab Chandra Kahar (old name) both are same identical person.

Name Change
I Riva Bhattacharyya, wife of Bilas Bhattacharyya, residing at Flat No Upe-011001, 2052, Chak Garia, Kolkata- 700094, West Bengal, Shall Henceforth be Known as Ribha Bhattacharyya Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 12/08/2024. That Riva Bhattacharyya and Ribha Bhattacharyya Both are The Same and One Identical Person.

Name Change
I,SHABBIR KHAN,SON OF MD. SHAKIL KHAN, RESIDING AT 1/A KARIM BUKSH LANE,PO-PARK STREET,P.S NEW MARKET KOLKATA -700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SHABBIR KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT NO 42 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024.THAT SHABBIR KHAN AND MD SHABBIR KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Chitta Ranjan Dey (old name), S/O- Anik Chandra Dey resident at H.NO.980/719, Sanjoal, PO+PS – Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chittaranjan Dey (new name) S/O- Anil Dey vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kharagpur on 02/08/2024. Chittaranjan Dey (new name) and Chitta Ranjan Dey (old name) both are same identical person.

Name Change
I,MANARANJAN BISWAS & MONORANJAN BISWAS (OLD NAME),SON OF LATE SHEBAPADA BISWAS, RESIDING AT VILL & PO - HAKIMPUR,PS - SWARUPNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743273, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANORANJAN BISWAS(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024.THAT MANARANJAN BISWAS & MONORANJAN BISWAS ALSO MANORANJAN BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SUSMITA DE & RUPA DEY(OLD NAME), DAUGHTER OF LATE TUSHAR KANTI SARKAR, RESIDING AT 882,DAKSHIN PARA,PURBA PUTIARY, PS-REGRNT PARK, KOLKATA -700093,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA SARKAR(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024.THAT SUSMITA DE & RUPA DEY ALSO SUSMITA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,HAKIMUDDIN PARMAR,SON OF FAKHRUDDIN JENUDDIN GOHIL, RESIDING AT 85A MUZZAFAR AHMED STREET, PARK STREET, KOLKATA -700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN HAKIMUDDIN S PARMAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024.THAT HAKIMUDDIN PARMAR AND HAKIMUDDIN S PARMAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, JAYASHRI DEY, WIFE OF GOBINDAPADA DEY, RESIDING AT VILL-LALITA JOLE,PO-BRAHMANPARA, HOOGHLY-712405, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYSHREE DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024.THAT JAYASHRI DEY AND JAYSHREE DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I JAYSREE SARKAR, & JOYASREE SARKAR, W/O TRIPTI KUMAR SARKAR,R/O 162A/7, SALT LAKE, SECTOR -2, SECH BHAWAN, PS BIDHANNAGAR EAST, BIDHANNAGAR -700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYASREE SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT JAYSREE SARKAR & JOYASREE SARKAR AND JAYASREE SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEBABROTA BISWAS, S/O LATE DEVENDRA NATH BISWAS, R/O VILL & PO-AKAIPUR, PS-BONGAON, BONGAON, 743710, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBBROTA BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MAGISTRATE AT BONGAON ON 31/07/2024, THAT DEBABROTA BISWAS AND DEBBROTA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANITHA BISWAS,W/O DEBBROTA BISWAS,R/O VILL&PO-AKAIPUR,PS-BONGAON,BONGAON,743710,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANITA BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MAGISTRATE AT BONGAON ON 31/07/2024,THAT ANITHA BISWAS AND ANITA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUMON KUMAR GHOSH, S/O BHADRESHWAR GHOSH, R/O VILL-RAMPUR DAKSHINPARA,PO-SURIA, NORTH 24 PARGANAS,743711, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN KUMAR GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024,THAT SUMON KUMAR GHOSH AND SUMAN KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I HIMANSHU SEKHAR ROY, S/O LATE RAMANI MOHON ROY, R/O 68/11, JUGIPARA ROAD, SOUTH DUMDUM (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIMAGSHU SEKHAR ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT HIMANSHU SEKHAR ROY AND HIMAGSHU SEKHAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHAMEENA BEGUM U, W/O AYAZ MOHAMMAD, R/O 15A, TOWER 1, MODELLO HIGHS,EM BY PASS ROAD, 2060, NARENDRAPUR, PS SONARPUR, BARUIPUR -700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMEENA BEGUM UMAR KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT SHAMEENA BEGUM U, AND SHAMEENA BEGUM UMAR KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I HO CHEN WAI TING ALIAS MAUD HO, D/O CHIN LUNG CHEN, R/O 32A, BLACK BURN LANE, BOWBAZAR, KOLKATA -700012, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHEN WAI TING, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT HO CHEN WAI TING ALIAS MAUD HO AND CHEN WAI TING ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Roshan Parveen Alam D/o. Late Md Quamaruddin Hashmi R/o. 3A/H/22, Dr. M.N. Chatterjee Sarani, P.O.- Raja Rammohan Sarani, P.S.- Narkeldanga, Dist.- Kolkata, Pin-700009 that my deceased father who previously known as Late Qamar Hashmi Jhanokwa shall henceforth be known Late Md Quamaruddin Hashmi. I declare that my deceased father Late Md Quamaruddin Hashmi and Late Qamar Hashmi Jhanokwa is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-08-2024.

Name Change
I, Roshan Parveen Jhanokwa W/o. Inuelab Alam R/o. 3A/H/22, Dr. M.N. Chatterjee Sarani, P.O.- Raja Rammohan Sarani, P.S.- Narkeldanga, Dist.- Kolkata, Pin-700009 shall henceforth be known as Roshan Parveen Alam. I declare that Roshan Parveen Alam and Roshan Parveen Jhanokwa is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-08-2024.

Name Change
I, Saifee Bhai Johar S/o. Late Mohammed Bhai Johar R/o. 35, Ripon Street, Flat-406, P.S.- Park Street, Kolkata-700016 that my deceased father who previously known as Late Mohammed Bhai Sk Mohsin Bhai Johar alias Late Mohammed Bhai shall henceforth be known as Late Mohammed Bhai Johar. I declare that my deceased father Late Mohammed Bhai Johar, Late Mohammed Bhai Sk Mohsin Bhai Johar and Late Mohammed Bhai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-08-2024.

Name Change
I, SK MD SIRAJ S/O- SK Khosjan resident of Belut, P.O.- Palla Road, P.S.- Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713151, have changed my name and shall henceforth be known as 'SK SIRAJ' vide an affidavit before the notary public on 12/08/2024.That SK MD SIRAJ and SK SIRAJ both are same and one identical person.

Name Change
I, SK Arif S/O- Sekh Mahammad Emnan Hossain resident of Vill-Chandul, P.O.- Chandul, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713141, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH ARIF' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 30/07/2024. That SK Arif and Sekh Arif both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Parimal Kumar Kundu (পুরাতন নাম) পিতা Jyotindra Mohan Kundu ঠিকানা -Vill- Kholaghata, P.O.- Kalaria, P.S.- Baruipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-743363, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Parimal Kundu (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Parimal Kumar Kundu (পুরাতন নাম) ও Parimal Kundu (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sanjay Agarwal (পুরাতন নাম) পিতা Late Ram Kishan Agarwal ঠিকানা Ujjas, Block-5, Flat-201, 69, S K Deb Road, Lake Town, P.O.- Sreebhumi , Bidhannagar-700048, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjay Kumar Agarwal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjay Kumar Agarwal (নতুন নাম) ও Sanjay Agarwa (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SANJAY RAY, S/O LATE NANI GOPAL ROY, R/O 207/3, WEST MASUNDA BURIR BARI, NEW BARRACKPORE, PS NEW BARRACKPORE , NORTH 24 PARGANAS, PIN-700031, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJOY ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT SANJAY RAY AND SANJOY ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHOK CHATTERJEE, S/O LATE BAIDYA NATH CHATTERJEE, R/O KENDUADIHI, BANKURA, PS BANKURA SADAR, PIN-722102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR CHATTERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT ASHOK CHATTERJEE AND ASHOK KUMAR CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARABINDA SIMKUMAR CHANDA, S/O ASIM KUMAR CHANDA, R/O BJ-271, SALT LAKE, SEC II, PS BIDHANNAGAR, KOLKATA -700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARABINDA CHANDA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT ARABINDA SIMKUMAR CHANDA AND ARABINDA CHANDA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABU SIDDIQUE LASKAR, S/O ASMAT LASKAR,R/O LASKARPARA, DAULATPUR,PS-MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS, 700139, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUSIDDIK LASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT ABU SIDDIQUE LASKAR AND ABUSIDDIK LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RINA PATRA, W/O BINAY KUMAR PATRA, D/O JAGAT BANDHU JANA, R/O FLAT NO 203, 2ND FLOOR , 51/1, ICHAPUR ROAD, KADAMTALA, HOWRAH,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINA JANA PATRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT RINA PATRA AND RINA JANA PATRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) MD ABDUL MANNAN S/o- LATE MOHAMMAD ALI, Residing at, Vill- Kashimnagar, Post- Jadupur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732212, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ABDUL MANNAN To ABDUL MANNAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL MANNAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, ABDUL MANNAN and MD ABDUL MANNAN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MANASH KR DAS & MANASH KKUMAR DAS S/o- DHANANJOY DAS, Residing at, Vill- Lalchandpur boxinagar, Post- Aiho, Ps- Habibpur, Dist- Malda, Pin- 732121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANASH KR DAS & MANASH KKUMAR DAS To MANASH KUMAR DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANASH KUMAR DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MANASH KUMAR DAS and MANASH KR DAS & MANASH KKUMAR DAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) DHANANJAY DAS S/o- LATE KALACHAND DAS, Residing at, Vill- Lalchandpur boxinagar, Post- Aiho, Ps- Habibpur, Dist- Malda, Pin- 732121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DHANANJAY DAS To DHANANJOY DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DHANANJOY DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, DHANANJOY DAS and DHANANJAY DAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) KAUSAR KHAN S/o- LATE KHALED KHAN, Residing at, Vill- Natun Nagharia , Post- Nagharia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAUSAR KHAN To KAUSAR ALI KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KAUSAR ALI KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, KAUSAR ALI KHAN and KAUSAR KHAN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) BANI ISRAIL SEIKH S/o- RAOSHAN SEKH, Residing at, Vill- Nowpara, Post- Kumrsanda, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BANI ISRAIL SEIKH To BANI ISRAIL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BANI ISRAIL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, BANI ISRAIL and BANI ISRAIL SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AMED HOSSAIN SHEIKH S/o- CHHAMAD SHEIKH, Residing at, Vill- Sondanga Majher para, Post- Belpulur, Ps- Krishnagar, Dist- Nadia, Pin- 741125, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMED HOSSAIN SHEIKH To AMED HOSEN SHEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMED HOSEN SHEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, AMED HOSEN SHEIKH and AMED HOSSAIN SHEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MONJU MANDAL W/o- MD MANIRUDDIN BISWAS, Residing at, Vill- Bamangrm, Post- Bamangrm, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MONJU MANDAL To MANJU MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANJU MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MANJU MONDAL and MONJU MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD MANIRUDDIN S/o- MD HAIBAT HOSSAIN, Residing at, Vill- Bamangrm, Post- Bamangrm, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MANIRUDDIN To MD MANIRUDDIN BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MANIRUDDIN BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MD MANIRUDDIN BISWAS and MD MANIRUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) DULAL CHANDRA BISWAS S/o- SUDHANNA BISWAS, Residing at, Vill- Haribabur paschim gali, Post- Cossimbazar raj, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DULAL CHANDRA BISWAS To DULAL BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DULAL BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, DULAL BISWAS and DULAL CHANDRA BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) NOOR HAQUE SEIKH S/o- ANESH SEKH, Residing at, Vill- amitya, Post- Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NOOR HAQUE SEIKH To NUR HAQUE SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NUR HAQUE SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, NUR HAQUE SEKH and NOOR HAQUE SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SAINAJ BIBI W/o- MD ABU SALAM, Residing at, Vill- Hijaltala, Post- Dhuliyan, Ps- Samserganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAINAJ BIBI To SAHANAJ BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHANAJ BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, SAHANAJ BIBI and SAINAJ BIBI both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SUSANTO BISWAS & SUSANTA BISWAS S/o- ANANDA BISWAS, Residing at, Vill- Ghateswar Madhyapara, Bonagram, Post- Kamarhati, Ps- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741154, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUSANTO BISWAS & SUSANTA BISWAS To SUSHANTA BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUSHANTA BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July SUSHANTA BISWAS and SUSANTO BISWAS & SUSANTA BISWAS both are Same and one identical person.

আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর খুনের ঘটনায় কর্মবিরতি হাওড়ার ডুমুরজলার হোমিওপ্যাথি কলেজে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর খুনের ঘটনায় এবার কর্মবিরতি হাওড়ার ডুমুরজলার হোমিওপ্যাথি কলেজে। এই নিয়ে সোমবার সকাল থেকে হাওড়ার মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতালে চলে কর্মবিরতি। বন্ধ ছিল ওপিডি। মৃত ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার দাবি তুলছেন আন্দোলনকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা। এদিন ডা. দেবাশীষ ভদ্র বলেন, এটা একটা নারকীয় হত্যা। মৃত ছাত্রী অত্যন্ত মেধাবী এবং সম্ভাবনাময় ছিলেন। এই ঘটনা মানা যায় না। একজন ছাত্রী তার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নৃশংসভাবে খুন হচ্ছেন। ময়নাতদন্ত থেকে যেটুকু জানা যাচ্ছে ছাত্রীর পেলভিস হাড়, কলার বোন ভেঙে গেছে। বেসিক ফরেনসিক মেডিসিন বলছে প্রচন্ড জোরে চাপ না পড়লে পেলভিস হাড় ভাঙে না। এই কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দাবি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক। পাশাপাশি প্রশাসন সঠিকভাবে এর ব্যবস্থা নিক। বর্তমানে যারা মানুষকে বাঁচায় তারাই নিরাপদ নয়। সেই কারণে ট্রেনি ডাক্তারদের এই বিক্ষোভ স্বাভাবিক। আজকে কলেজে সম্পূর্ণভাবে ওপিডি বন্ধ আছে। আমরা কর্মবিরতি পালন করছি। আরেক জুনিয়র ডাক্তার ডা. অর্ণব সিংহ বলেন, আমরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। এখানে একজন নয়, আরো অনেকেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে। আমরা চাই দ্রুত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসুক। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আমরা আরজি করের পাশে আছি।

মৎস্যজীবীদের জালে বিরল প্রজাতির শঙ্কর মাছ!

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১২ আগস্ট ঃ দাম উঠল লক্ষাধিক টাকা! মৎস্যজীবীদের জালে এবার বিরল প্রজাতি শঙ্কর মাছ। বিশালাকৃতির সেই মাছ দেখতে পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় উপচে পড়ল দিঘা মোহনায়। সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আর নেই। ইলিশ ধরতে ফের সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে মৎস্যজীবীদের ট্রলার। দীঘার মোহনায় মৎস্যজীবীদের জালে মাঝেমধ্যেই ধরা পড়ে বড় মাছ। বেশিরভাগই অবশ্য তেলিয়া ভোলা। এবার যে মাছটি ধরা পড়েছে, সেটি গভীর জলের। উপকূলের কাছে বা গভীর জলে মেলে না সচরাচর। শঙ্কর প্রজাতির মাছ এখন বিরল। এই মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু। এদিন দিঘায় মোহনা পাওয়া গেল সেই শঙ্কর মাছ-ই। ৩০০ কেজি ওজনের মাছটি বিক্রিও হয়ে গেল লক্ষাধিক টাকায়।

মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মাছের খাবার প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মস্য দপ্তরের সাহায্যে জামালপুর ব্লক মস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০ জন মস্য চাষীদের হাতে ৭৫০ কেজি করে ভাসমান মাছের খাবার তুলে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, মৎস্য আধিকারিক অর্ণব কুইল্যা, মৎস্য ও প্রাণী কর্মাধক্ষ্য সুনীল ধারা, কৃষি কর্মাধক্ষ্য জয়দেব দাস। ভূতনাথ মালিক বলেন রাজ্য সরকার সর্বদাই প্রান্তিক মানুষের পাশে আছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। আর এই মাছ চাষীদের স্বনির্ভর করতেই মস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আগে চারা মাছ ও চুন দেওয়া হয়েছিল আর এখন মাছের খবর মাছ চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। যা আগামী দিনে তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে। অর্ণববাবু বলেন কম্পোজিট মৎস্য চাষ প্রকল্পের অধীনে মৎস্য চাষীদের উপাদন বৃদ্ধির জন্য মাছের চারা, চুন যা আগে দেওয়া হয়েছিল আর আজ ৭৫০ কেজি করে মাছের খাদ্য দেওয়া হলো।

নদী সংস্কারের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ শেষ বর্ষার বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা জনিত পরিস্থিতি সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি আটকাতে রাজ্য সরকার ছোট নদী ও মজে যাওয়া খালের দ্রুত সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছে। রাজ্যের সেচ সচিব প্রভাত মিশ্র ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে মজে যাওয়া বা যেতে বসা ছোট নদী ও খালগুলিকে চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেচসচিব জানিয়েছেন, মজে যাওয়া খাল ও ছোট নদীগুলির পলি সংস্কার না করলে কোনও ভাবেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ভাঙনও প্রতিহত করা যাচ্ছে না। তাই জেলায় জেলায় মজে যাওয়া বা জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া তিনি আরও জানান, পলিতে মজে যাওয়া খালগুলির জমি জেলা কালেক্টরেটের নামেই রেকর্ড করা রয়েছে। তার ফলে এগুলি চিহ্নিত করে পলি তোলার কাজ করা সহজ হবে। রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার আগেই বৃষ্টির জল ধরে রাখতে জেলায় জেলায় 'জল ধরো, জল ভরো' কর্মসূচির মাধ্যমে পুকুর কাটার উদ্যোগ নিয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসে বাড়তি নজরদারি চালাবে রেল দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ সাধারনদের নিয়েই নিরাপত্তায় জোর দিতে উদ্যোগী আরপিএফ। এবার শুধু রেলের নিরাপত্তা রক্ষিই নয়, এবারে সাধারনদের রেলের সঙ্গে যারা ওতপ্রত ভাবে জড়িত সেই সমস্ত সাধারণ মানুষেরা। এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন আরপিএফ আধিকারিক। সোমবার এনজেপি স্টেশন হকার, কুলি, ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন, আইআরসিটিসি,সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তর গুলির সঙ্গে এক প্রস্থ বৈঠক সারেন রেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরপিএফ আধিকারিকেরা। মূলতঃ ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জঙ্গি নাশকতা রুখতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহ ও গুরুত্বপূর্ণ এনজেপি স্টেশনকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে ফেলা হয়। নিরাপত্তা রক্ষীসহ ডগ স্কোয়াড লাগাতার এই নজরদারিতে অংশ নেয়। তবে সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে অস্থিরতার ছড়ানোই একটু বাড়তি নজরদারি চালাবে রেল দপ্তর। তবে এবার সাধারনের সাহায্য নিয়ে এই কাজটি করতে চান তারা। সেই কারণে রেলের সঙ্গে যারা স্বল্প বিস্তর জরিত তাদেরকেও এই নিরাপত্তার দাযিত্ব দেওয়া হয়। এদিনের বৈঠকে স্টেশন চত্বরে কি কি করনীয়, কি কি খামতি রয়েছে সেই সমস্ত কিছুর উপর সকলের সঙ্গে আলোচনা সারেন আর পি এফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার রজত কুন্ডগীর, ও আই পি এফ সোয়েব আলম খান। বৈঠক শেষে সিকিউরিটি কমিশনার রজত কুণ্ডগীর তিনি জানান, রেলের নিরাপত্তা জোরদার করতে ও সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তা রক্ষীর পাশাপাশি যদি সাধারণ মানুষও বিষয়টি নজরদারি করে তাহলে নাশকতার ছক সম্পূর্ণভাবে বানচাল করা যাবে।

আজ বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ আজ বিশ্ব হাতি দিবস। এই দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে

জলপাইগুড়ির প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের পক্ষ থেকে। হাতিদের রক্ষা করার বার্তা নিয়ে সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলা শহরে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও পশুপ্রেমী মানুষেরা। র‍্যালির মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে হাতিদের রক্ষা করার বার্তা তুলে ধরা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন প্রকৃতিপ্রেমী মানসবন্ধু মজুমদার সহ অন্যান্যরা। তিনি বলেন, বিশ্ব হাতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী তিনদিন ধরে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের নিয়ে আলোচনা সভা করার পাশাপাশি হাতিদের রক্ষা করার বার্তা তুলে ধরা হবে।

জামালপুরে তৃণমূলে যোগদান আরএসপি ও সিপিএম সদস্যের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ আগস্ট ঃ সোমবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে আজাপুর পঞ্চায়েতের আর এসপির সদস্য তথা আর এস পির জেলা কমিটির সদস্য গণেশ মল্লব এবং সি পি আই এম এর সদস্যা ঝর্না মালিক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, আঝাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ডা. প্রতাপ রক্ষিত সহ অন্যান্যরা। তৃণমূলে যোগদান করেই গণেশবাবু জানান তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্যেই তারা তৃণমূলে যোগদান করেন। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসে থেকেই প্রকৃত উন্নয়ন করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন দীর্ঘ দিন ধরে গণেশবাবু বা ঝর্না দেবী বামফ্রন্ট করেছেন। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারছেন সেখানে থেকে উন্নয়নের কাজ করা যাবে না। তাই মা-মাটি- মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে তারা সামিল হলেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে উন্নয়নের জোয়ার চলছে তাতে অংশ নিতেই সোমবার বিরোধী দলের দুই সদস্য গণেশবাবু ও ঝর্না দেবী তৃণমূলে যোগদান করলেন। তৃণমূলে যোগদান করে তারা এলাকার প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারবেন। বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি দুজনেই যোগদানকারী দুই সদস্যকে দলে স্বাগত জানান।

Name Change

I, RAFIKUL MONDAL S/O Late Afjel Mondal & Late Hameda Mondal resident of Vill & PO-Patshimulia, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743251, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RAFIKUL MONDAL instead of RAFIKUL MANDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 09/07/2024. RAFIKUL MONDAL and RAFIKUL MANDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, HIMANGSHU DAS (old name) S/O Lt. Dinesh Das resident of 58, Indira Nagar, S.B. Road, P.O. Rajbari Colony, P.S. Airport, Dist. North 24- Pgs, Kolkata-700081, WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HIMANSHU DAS(New Name), vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 12/08/2024. HIMANGSHU DAS(old name) and HIMANSHU DAS (New Name) both are same and one identical person.

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ অবশেষে কাটতে চলেছে কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্ক নির্বাচন নিয়ে একাধিক আইনি জটিলতা। চলতি বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে কন্টাই কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স পদের নির্বাচন। সময়সীমা দেওয়া হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অক্টোবরের মধ্যে স্ক্রুটিনি শেষ করার নির্দেশ। নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আবেদনকারী জনৈক রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর অভিযোগ করেছিলেন, কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স পদের নির্বাচনের জন্য যে ভোটার তালিকা রয়েছে সেখানে একাধিক মৃত লোকের নাম রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে রাজ্য সমবায় নির্বাচন কমিশনের তরফে সওয়াল করে আইনজীবী জয়দীপ মজুমদার। জয়দীপবাবু জানান, কমিশন শীঘ্রই নয়া ভোটার তালিকা তৈরি করবে। কারণ কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। পুরোনো ভোটার তালিকায় ৭১০ জন মৃত ভোটারের নাম পাওয়া গিয়েছে। অন্যত্র চলে গিয়েছেন ১৯ জন ভোটার, ৫ জন নিখোঁজ। ভোটার তালিকায় নাম থাকা ১০৮৩ জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে বলে আদালতকে জানান আইনজীবী জয়দীপ মজুমদার। এরপরেই সুপ্রিম কোর্টের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কমিশনকে নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স পদের নির্বাচন।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র অধীনে]। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ১৫৯_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র অধীনে জোন ৫ (হর্টিকালচার জোন), পিই ৩০.০৬.২০২৫ এইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে উদ্যানপালন ও বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য বায়নামূল্য জমা বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-223/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বরঃ টিএন-১২৯-২৪-২৫। কাজের নামঃ** দমদম জংশন-মাঝেরহাট সার্কুলার রেলওয়ে-তে ঃ সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/চিৎপুর-এর অধীনে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ কাশিপুরে লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর ২৬, ২৭, ১, ৪, ৫, ৬, ১০, ১১, ১৩ এবং ১-তে আরডিএসও অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড হাইট গজ-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,২১,৫০,৬৮৪.৩৭ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১০,৮০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বরঃ টিএন-১৩০- ২৪-২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় ওয়েল্ডিং অংশের সরবরাহ এবং পরিদর্শন সমেত অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি প্রক্রিয়া দ্বারা রেল জয়েন্ট সমূহের ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,২২,০৫,২৮৩.১০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৩,১১,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বরঃ টিএন-১৩১- ২৪-২৫। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বজবজ ও পলাশী স্টেশনে নতুন ই.আই. সিস্টেম দ্বারা বর্তমান জিই নির্মিত ই.আই. সিস্টেমের বদল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪৪,৫২,৫১৮.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৮৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৯.২০২৪ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য এবং ০৯ (নয়) মাস (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৩.০৯.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।** (SDAH-149/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার (ইঞ্জি), গতি শক্তি ইউনিট, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বরঃ ০১_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিপিএম/জিএসইউ/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনের ভদ্রেশ্বর (বিএইচআর) স্টেশনে পুরানো ও বয়স অতিক্রান্ত প্যানেল ইন্টারলকিং-এর ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং-এ বদল। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৪২,৭৪,০৭৭.৪২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৭১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৪ (চার) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের তারিখ। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য বায়নামূল্য জমা বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-218/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ও সময় **২৯.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা।** বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_ ২৪_২৫_১৩, তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৪। কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিত কাজ সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ (১) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সিগন্যালিং-এর নানাবিধ কাজ। (২) বাঁকুড়ায় ১৬ শয্যাবিশিষ্ট নতুন রানিং রুম নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ (৩) আদ্রা ডিভিসনের কান্টাডি স্টেশনে ক্রসওভার পয়েন্ট নং (২৪এ ও ২৪বি) স্থানান্তরের জন্য সিগন্যালিং-এর কাজ। (৪) আদ্রা ডিভিসনে চান্ডিল-আসানসোল সেকশনে কান্টাডি-উরা স্টেশনের মাঝে ব্রিজ নং ৩৯৪ আপ (২X১৮.৩ এমজি) ও ৩৯২ আপ (২ X১৮.৩ এমজি)-এর বর্তমান ২টি ১৮.৩ মিটার গার্ডারকে আইআরএস টাইপ গার্ডারের মাধ্যমে রিক্যাপিং ও বদল সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। (৫) আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে মধুকুন্ডা-বার্ণপুর সেকশনের মাঝে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট কেএ-১৫৯ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণের উদ্দেশ্যে কেবল স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। (৬) আদ্রা ডিভিসনে চান্ডিল-আসানসোল সেকশনে দামোদর-মধুকুন্ডা স্টেশনের মাঝে কিমি. ৩১৪/৩০-৬-তে ব্রিজ নং ৫২০ ডাউন (২২X৩০.৫ এমজি)-এর স্প্যান নং ১ ও ২২-এর, প্রতিটি ৩০.৫ মিটার, বর্তমান গার্ডারগুলির রিক্যাপিং ও বদল জন্য কেবল স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। (৭) আদ্রা ডিভিসনে লেভেল ক্রসিং নং বিআর-৪৩ এবং এলএইচএস নং ২৬০বি, ২৬৩এ ও ২৮৫এ-তে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এস অ্যান্ড টি-এর বিস্তারিত হিসাব। (৮) আদ্রা ডিভিসনে সিক লাইন, ভোজুডী থেকে এস অ্যান্ড টি কেবল্ স্থানান্তর। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,২৪,৩১,৭০৭.৮৮ টাকা।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেল্যয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ও সময় **৩০.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা।** বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **ক্র.নং.-১। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৪_২৫_১০, তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৪। কাজের নাম ঃ** আদ্রা ডিভিসনে বেরো স্টেশনের সাইডিং কাজের সাথে সম্পর্কিত নিউ ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা, ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং ও টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৮৩,০৬,০৬০.৩৫ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৪_২৫_১২, তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৪। কাজের নাম ঃ** আদ্রা ডিভিসনে ছররা স্টেশনে ছররা গুডস্ ইয়ার্ডের সাথে সম্পর্কিত নিউ ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা, ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং ও টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫,৭১,৫০,৭৭৪.০৬ টাকা। (PR-475)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

স্টোর্স-এর প্রাপ্তির জন্য ই-টেন্ডার নোটিস নম্বর ০৭/২৪-২৫ তারিখ ১২.৮.২০২৪। নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই সমস্ত বিবরণ সহ **www.ireps.gov.in**এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রহণ করা হবে না। সংশোধনী/সংযোজনী, যদি কিছু থাকে, তা শুধুমাত্র উপরিউক্ত ওয়েবসাইটেই আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৪৫০৪৩	গিয়ার অ্যাসেম্বলির জন্য স্পেয়ার পার্টস	১ সেট	১৯.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা
০১২৩১৮৫৫এ	এসি রেকগুলির জন্য প্রেশার গভর্নর	১৯ সেট	২০.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা
০১২২১৮৯৪এফ	জিপি রিলে এম২১	৭৮টি	২৭.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা
০১২৪৫০১৩এ	এমআর-৪০০ সিরিজ রেকের জন্য স্পেয়ার পার্টস	১ সেট	২৯.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা
০১২৩৫১৭১এ	নিউম্যাটিক ডোর আইটেমের জন্য স্পেয়ার পার্টস	১ সেট	১১.০৯.২০২৪ সকাল ১১টা

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	**Revenue From Operations**				
	(a) Interest Income	25.05	24.34	23.93	96.45
	Total Revenue From Operations	**25.05**	**24.34**	**23.93**	**96.45**
2	Other Income	-	0.12	3.13	3.39
3	**Total Income**	**25.05**	**24.46**	**27.06**	**99.84**
4	**Expenses**				
	(a) Finance Costs	0.15	0.25	0.24	1.05
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	-	6.00	9.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(0.17)	(0.38)	(6.17)	(9.76)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.78	1.69	1.69	6.97
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.31	3.06	2.08	11.00
	(f) Other Expenses	5.31	6.17	5.06	22.72
	Total Expenses	**9.38**	**10.79**	**8.90**	**40.98**
5	**Profit / (Loss) before tax (3-4)**	**15.67**	**13.67**	**18.16**	**58.86**
6	**Tax Expenses**				
	1) Current tax	-	14.83	-	14.83
	2) Deferred Tax	-	(0.14)	-	(0.14)
	Total Tax Epenses	-	14.69	-	14.69
7	**Profit/(Loss) for the period (5-6)**	**15.67**	**(1.02)**	**18.16**	**44.17**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**15.67**	**(1.02)**	**18.16**	**44.17**
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F. V Rs.10/- each) (not annualised)				
	1) Basic	1.10	(0.07)	1.27	3.10
	2) Diluted	1.10	(0.07)	1.27	3.10

Notes :
1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th August, 2024. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
2. The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3. Provision for Income Tax & deferred tax will be accounted for at the end of the financial year.
4. No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5. The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of the results for the quarter ended June 30, 2024.
6. Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
7. As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
8. The figures for quarter ended 31st March 2024 represents the balance between audited financial in respect of the full financial year and those published till the third quarter of the respective financial year.
9. Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

Place : Kolkata
Date : 12.08.2024

For and on behalf of Board of Directors
Rishabh Jain
Managing Director
DIN : 06663369

---

e-tenders are invited by Prodhan, Paligram Gram Panchayat under Mongalkote Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th FC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_731142_1 to 3 , 2024_ZPHD_730610_1 to 2, 2024_ZPHD_730767_1 to 2 and from 5th FC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_730791_1 to 2. Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 20/08/2024 up to 16.00 IST RESPECTIVELY.For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE NOWHATU GRAM PANCHAYAT AT – MURULAHAR, P.O-JIUDARU, P.S. - KOTSHILA, DIST. –PURULIA (W.B.)
TENDER NOTICE
NIT No. – 01/NGP/2024-25 dated 12/08/2024

Sealed Tenders in printed Form are hereby invited by the Pradhan, Nowahatu Gram Panchayat from the eligible, reliable and bonafide contractors for one work. Last date of dropping of sealed tender form: 27.08.2024 upto 1.00 PM. Date of Opening of Tender on 27.08.2024 at 2.00 PM. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Nowahtu Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 3 nos. e-tenders (2 11d Call) for "Construction of RCC Drains at Ward 8" vide Tender ID No - 2024 MAD 732834_1 & 2024_MAD_732838_1 and & "Supply & delivery of 4 numbers of four wheeled covered tipper" & vide Tender ID No - 2024 MAD 732843 1. eTender submission end date - 28/08/2024 Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE_PS/XII/105/5/24-25 (1st Call)**
Name of Work: **Maintenance of Ramkrishna Uddan (Mouchak) in Ward No.-105, Borough-12.** Estimated Cost: **₹ 2,37,070.04**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**. Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(PS)/MOHOR/ELEC/24R1 (2nd Call)**
Name of Work: **Daily Operation and Maintenance of Electrical and sound system of Mohor Kunja (Citizen's Park) for a period of one year.** Estimated Cost: **QUOTATION INVITED.** Earnest Money: **₹ 4,400.00**. Period of Completion: **365 Days.**
3. NIT No.: **KMC/EE_PS/XII/105/3/24-25 (1st Call)**
Name of Work: **Repairing and Painting of K.K. Dutta Park in Ward No.-105, Borough-12.** Estimated Cost: **₹ 1,39,716.88**. Earnest Money: **₹ 2,800.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.08.2024, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details shall be available on and from **14.08.2024 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **D.G/(S&D), KMC** invites online quotation rate in two bid system for the following work:–
NIT No.: **MDPS/MPS/TRANS12/24-25 (1st Call)**
Name of Work: **Thorough overhaulting, servicing INCL. Dehydration etc. of 750KVA (6.6 KV/440V) Transformer No.-1&2 at Bangur MPS under MDPS.** Estimated Cost: **OPEN QUOTATION**. Earnest Money: **₹ 5,950.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of Bid: **23.08.2024 at 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024, 5.00 p.m.** onwards from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The **Dy. C. E.(SWM-I), KMC** invites tender percentage rate two bid systems for the following works:–
1. NIT No.: **SWM-I/C-V/SKP/142/2023-2024**
Name of Work: **Repairing work of Basement Store including Water Proofing Treatment at 48, Market Street, under SWM Department.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS): **₹ 4,55,342.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Time of Completion: **21 Days.**
2. NIT No.: **SWM-I/SKP/16/2024-2025**
Name of Work: **Repairs of Plaster, Painting along with Roof Treatment and other Ancillary Work of Conservancy Ward Office, in Ward No.-75 under Br.-IX.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS): **₹ 1,77,805.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Time of Completion: **20 Days**. Bid submission start (online) date: **20.08.2024 (02.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). Bid submission closing (online) date: **29.08.2024 (02.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening for technical proposal (online) date: **31.08.2024 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The tender documents will be available on and from **13.08.2024 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtender.gov.in** and **www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Dy. C.E.(Parks & Squares), KMC** invites online percentage rate two bid system for the following work:–
NIT No.: **KMC/DCE_PS/XII/105/6/24-25 (1st Call)**
Name of Work: **Repairing and Renovation of Saha Para Park, Ashutosh Park, Sahid Nagar Park in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated Cost: **₹ 4,97,498.93**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.08.2024, 1.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **14.08.2024 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **E.E. (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:–
NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/240 (1st Call)**
Name of Work: **Washing and Painting of Railing Including KERB at A.P.C Road from Maniktola to Rajabazar Crossing under Br.-IV.** Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **₹ 4,19,026.07**. Earnest Money: **₹ 8,500.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.08.2024– 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (12.00 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The **Special Officer(Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:–
NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/226 (1st Call)**
Name of Work: **Emergency Repairing of Motilal Gupta Road and Surrounding area in Ward No.-123 under Br.-XVI.** Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **₹ 4,89,448.08**. Earnest Money: **₹ 9,800.00**. Period of Completion: **200 Days**. Last date and time of submission of all Bids: **03.09.2024– 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.08.2024 (12.00 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Deputy Chief Engineer (Mechanical), Sewer Cleansing Wing under Sewerage & Drainage Department, KMC** invites e-tender online for the below mentioned works:–
1. NIT No.: **KMC/S&D/SCD(C)/2024-25/06**
Name of Work: **Manufacturing of Side Chassis, Master Chassis and Chain Assembly for Power Bucket Machines of Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount: **NOT APPLICABLE**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**. Period of Completion: **10 Days.**
2. NIT No.: **KMC/S&D/SCD(C)/2024-25/05**
Name of Work: **Manufacturing and Fitting Fixing of Front Wheel, Special Type Chain Assembly and V-Clamp for Power Bucket Machines of Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount: **NOT APPLICABLE**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of Bid submission: **24.08.2024, 10.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender (Technical Bid) will be opened on: **28.08.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available on and from **14.08.2024, 9.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

Executive Engineer (C)(Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work:–
NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/312**
Name of Work: **Repairing of Road at different Places of Nasiruddin Road, Dr. G.S. Bose Road and Matheshwar Tala Road under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,96,019.46**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of all Bids: **27.08.2024 at 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2024 at 12.00 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

395/24-25

ভবানীপুরকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে লাল-হলুদ ব্রিগেড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ কলকাতা লিগের অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর। এই ম্যাচের ওপর নির্ভর করছিল লিগ শীর্ষে কারা যাবে। এই মরণবাঁচন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জিতল ১-০ গোলে। লাল হলুদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন জেসিন টিকে। এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ইস্টবেঙ্গল ৮টি ম্যাচে ২২ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে চলে গেল। ভবানীপুর ৮ ম্যাচ খেলে ১৯ পয়েন্টেই আটকে থাকল। ম্যাচের সাত মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন জেসিন। তারপর বাকি ম্যাচে না গোল হলেও দুটি দলই আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলেছে। বরং বেশকিছু ক্ষেত্রে ভবানীপুরকে বেশি আগ্রাসী লেগেছে। তারা অবশ্য বিপক্ষ গোলমুখে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে। ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি পায় তাদের রোসলকে বক্সের মধ্যে ট্রিপ করে ফেলে দেওয়ায়। জেসিন প্লেসিংয়ে বল জালে রাখতে ভুল করেননি। লিগে জেসিনের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৮টি। তিনি ম্যাচে বেশ কয়েকবার গোলের মতো জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। ভবানীপুর সারা ম্যাচে ভাল ফুটবল খেলেছে।

তাদের মাঝমাঠে বেশি পাস খেলা হয়েছে। কিন্তু আসল কাজ তারা করতে পারেনি। একবার তো জিতেন মূর্মু গোলের অব্যর্থ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। পায়ে বল ঠেকালেই যেখানে গোল পেত, সেখানে জিতেন পারেননি শেষ টাচ করতে। কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান ও মহামেডান যখন ছন্দে নেই, সেইসময় ইস্টবেঙ্গল ভাল খেলছে লিগে। তাদের রিজার্ভ দলের ছন্দময় ফুটবলে ভবানীপুরের হেভিওয়েট দলও হার মানল। তবে লিগ জয়ের দৌড়ে সৃঞ্জয় বসুর দলও রয়েছে।

ওজন বেড়ে যাওয়ার দায় কার?

ভিনেশের ওপরই ঘুরিয়ে দোষ চাপালেন উষা!

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিক্সে কুস্তির ফাইনালে ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হয়ে যাওয়ায় নামতে পারেননি ভিনেশ ফোগত। তিনি রুপো হাতছাড়া করেন। ফাইনালে জিতলে অবশ্য তিনি সোনাই পেতেন। সেই লড়াই নামতে তো পারেননি, উপরন্তু তিনি বাতিল হয়ে ক্রম তালিকায় সকলের নিচে চলে যান। এই ঘটনায় ভিনেশের সমর্থনে কেন্দ্র সরকার ভারতের দুই বিশিষ্ট আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছেন। হরিশ সালভে ও বিদস্পত সিংঘানিয়া মিলে আন্তর্জাতিক আদালতে সওয়ালও করেছেন। সেই রায় বেরনোর কথা মঙ্গলবার ভারতীয় সময়ে রাত ন'টা নাগাদ। তার আগে ওই বিতর্ককে উস্কে দিলেন ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার সভানেত্রী পিটি উষা। তিনি ভিনেশের দুই কেজি ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তাঁকে ও তাঁর কোচিং স্টাফকে দায়ী করেছেন। উষা এদিন জানান, ভিনেশ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা, সে কেন জানবে না ফাইনালের আগে কী নিয়ম মানতে হয়। ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের একদা সোনার রানি আরও জানিয়েছেন, ''কুস্তি, জুডো, বক্সিং ও ভারোত্তোলন এই চারটি ইভেন্টে কোনও প্রতিযোগীর ওজন বেড়ে যাওয়ার দায় সেই খেলোয়াড়কেই নিতে হয়। পাশাপাশি সেই দায় বর্তায় তাঁর কোচিং স্টাফেরও। এখানে যে বলা হচ্ছে, অলিম্পিক্স সংস্থার নিযুক্ত চিকিৎসক ডাঃ দিনেশ পারদিয়লার হাত রয়েছে, সেটি ঠিক নয়।'' আন্তর্জাতিক আদালতে রায়ের আগে উষার এই মন্তব্য পটভূমিকা বদলে দিতে পারে। যেখানে ভারতীয় আইনজীবীরা চ্যালেঞ্জ করে জানিয়েছিলেন, সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন ভিনেশকে রুপোর জন্য বিবেচনা করা হবে না? সেই পরিস্থিতিতে খোদ ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার চেয়ারপার্সনের এই মন্তব্য রায়ের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উষা অবশ্য গেমস ভিলেজের হাসপাতালে গিয়ে ভিনেশকে দেখে এসেছিলেন। কারণ প্যারিসের ফাইনালের আগের রাতে ভিনেশের ওজন কমে যাওয়ার জন্য তাঁকে সারারাত ট্রেনিং করতে হয়েছিল। তাঁর শরীর থেকে রক্ত টানা হয়। তিনি শুধু জল খেয়েছিলেন। তারপরেও দুই কেজি থেকে মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় তিনি কুস্তির ফাইনালে নামতে পারেননি।

গম্ভীর জমানায় এ বার দলীপ ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন বিরাট-রোহিতদের

মুম্বই, ১২ আগস্টঃ ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব দাও। তা না হলে টিমে জায়গা কারও জন্য সুরক্ষিত নয়। এ কথা যেন এক প্রকার পরিষ্কার করে দিয়েছে বিসিসিআই। ঘরোয়া ক্রিকেটকে প্রাধান্য না দিলে বার্ষিক চুক্তি থেকেও বাদ পড়তে হয়। তার উদাহরণও রয়েছে। ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়স আইয়ার কয়েক মাস আগে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল, তাঁদের রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে হবে। সেই নির্দেশ মানেননি তাঁরা। অবশ্য কয়েকদিন আগে শ্রীলঙ্কায় হওয়া ওডিআই সিরিজে ভারতীয় টিমে ফিরেছেন শ্রেয়স আইয়ার। ঈশানের এখনও টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ওয়াপসি হয়নি। সেপ্টেম্বরে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। তার আগে শুরু হয়ে যাবে দলীপ ট্রফি। আর সেখানে খেলতে দেখা যাবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। এমন খবরই শোনা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রীড়া মহলে কান পাতলে। সংবাদমাধ্যমের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিরাট, রোহিতকেই শুধু নয় দেশের আরও একঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে দলীপ ট্রফিতে খেলতে দেখা যাবে। জানা গিয়েছে, শুভমন গিল, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাডেজা, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদবদের মতো ভারতীয় টিমে খেলা ক্রিকেটাররাও দলীপ ট্রফিতে খেলবেন। এই তালিকা থেকে দূরে রাখা হয়েছে জসপ্রীত বুমরাকে। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছে তাঁর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ঠিক রাখা দরকার। তাই বুমরা সরাসরি হয়তো ফিরবেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দলীপ ট্রফিতে বোর্ডের পক্ষ থেকে একই টিমে রাখা হয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে। দীর্ঘদিন জাতীয় দল থেকে দূরে ঈশান কিষাণ। দলীপ ট্রফিতে তিনি ফিরতে পারেন। কিন্তু অজিঙ্ক রাহানে ও চেতেশ্বর পূজারার মতো সিনিয়র তারকা ক্রিকেটারদের দলীপ ট্রফিতে ফেরার খবর আপাতত নেই। জানা গিয়েছে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি দলীপ ট্রফির জন্য চারটি স্কোয়াড বেছে নেবে। সেখানে থাকবে-ইন্ডিয়া এ, ইন্ডিয়া বি, ইন্ডিয়া সি ও ইন্ডিয়া ডি। অনন্তপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশে দলীপ ট্রফির ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। একইসঙ্গে শোনা গিয়েছে, বোর্ডের পক্ষ থেকে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির এক পর্বের ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে। দলীপ ট্রফি শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর। শেষ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। আর ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। অর্থাৎ দলীপ ট্রফি চলাকালীনই শুরু হয়ে যাবে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ।

অলিম্পিক্সে নজর কাড়লেন ইন্ডিয়া!

ব্রেক ডান্সে পদক না পেলেও আলোচনার শিরোনামে অষ্টাদশী

প্যারিস, ১২ আগস্টঃ অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে ১৮ বছরের মেয়েটি অনেকটাই ছোট। ২০০৬ সালের ১৯ মে জন্ম নেদারল্যান্ডসের হেগে শহরে। বাবা সুরিনামের, মা ডাচ মহিলা। মেয়েটির নাম ইন্ডিয়া। প্যারিস অলিম্পিক্সে সেই তরুণীই নজর কাড়লেন। তাও এমন একটা ইভেন্টে, যেটির অভিষেক ঘটল প্যারিসেই। এই ব্রেক ডান্সেই পদক পাননি ইন্ডিয়া, কিন্তু তিনি আবির্ভাবেই নজর কেড়েছেন। ছোটবেলায় হতে চেয়েছিলেন ফুটবলার, কিন্তু পরে হিপহপ শিখে তাক লাগান। সেই হিপহপও ছেড়ে ব্রেক ডান্সে চলে আসেন। ১০ বছর বয়সেই ডাচ ব্রেক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিল ছোট্ট মেয়েটি। তারপর গতবছর সিনিয়র ডাচ ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর মুকুট পরেছিলেন। প্যারিসে যোগদান সম্ভব হয়েছে ওই কারণেই। নামেই ইন্ডিয়া, কিন্তু ভারতের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই মেয়েটির। যিনি সোশ্যাল সাইটেও ট্রেন্ডিং হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ হাজার ফলোয়ার্স হয়ে গিয়েছে। মোট ১২টি দেশের মোট ১৯ জন প্রতিযোগী এই ব্রেক ডান্সে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম রাউন্ডে বি গার্লস ক্যাটাগরিতে জেতেন ইন্ডিয়া। কিন্তু পরের রাউন্ডের বাধা টপকাতে না পারলেও এই মেয়েটি তাঁর কুশলতায় সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন। ইন্ডিয়ার গলায় হয়তো পদক নেই, কিন্তু তিনি এমনকিছু করেছেন, যা তাঁকে আলোচনার শিরোনামে নিয়ে এসেছে এই বয়সেই। ১৮-তেই তিনি সিনিয়রদের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছেন।

নীরজ ও মনু ভাকেরের রিস্তা পাক্কা? দুই পদকজয়ী একান্তে কথা বলতেই গুঞ্জন

প্যারিস, ১২ আগস্টঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে গিয়েছে দুটি ভিডিও। প্যারিসেই রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের দিনই দেখা গিয়েছে নীরজ চোপড়া ও মনু ভাকের একান্তে দু'জনের মধ্যে কথা বলছেন। নীরজকে দেখা গিয়েছে মাথা নিচু করে মনুর কথা শুনছেন। সেই ভিডিওর পাশেই দেখা গিয়েছে নীরজের সঙ্গে মনুর মা সুমেধা ভাকেরও কথা বলছেন। এমনকী তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হচ্ছে, সেটির অডিও শোনা গিয়েছে। যেখানে মনুর মা রুপো জয়ী জ্যাভলিন তারকাকে বলছেন, ''আমার মেয়ের তো বিয়ের সম্বন্ধ চলছে।'' তারপরেই দেখা গিয়েছে, মনুর মা নীরজের হাত নিজের মাথায় চেপে ধরেছেন। বোঝাই গিয়েছে, মনুর ব্যাপারে নীরজকে প্রকাশ্যেই প্রস্তাব দিয়েছেন সুবেধা দেবী। সেটি সকলের সামনেই ঘটেছে, পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন দেশের অন্যান্য অ্যাথলিটরাও। এমনকী মনু ও নীরজ যখন একান্তে কথা বলছেন, সেইসময়ও অতি উৎসাহে সুমেধা দেবী দু'জনের ফটো তুলে রাখছেন মোবাইলে। এরপরেই সর্বভারতীয় মিডিয়াতে গুঞ্জন শুরু, দুই পদকজয়ী কি মন দেওয়া-নেওয়া করে নিলেন অলিম্পিক্সের মঞ্চেই? কারণ নীরজেরও যেমন স্পেশাল কোনও বান্ধবী নেই, তেমনি মনুরও প্রিয়জন বলে কেউ আছেন, শোনা যায়নি। সেই কারণেই পাঁচে পাঁচে দশ করার হিসেবের আয়োজন চলছে! অনেকেই মনে করছেন, নীরজ ও মনুর মধ্যে বিয়ে হলে দারুণ হবে। অনেকেই কমেন্টস করেছেন, এই জুটির কোনও তুলনা হবে না! মনু প্যারিসে জোড়া ব্রোঞ্জের অধিকারী, তিনি ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টের পাশে দলগত ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ জিতেছেন। নীরজ টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন, কিন্তু প্যারিসের জ্যাভলিন ফাইনালে ৮৯.৪৫ মিটার ছুড়ে রুপো পান। ওই ইভেন্টে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম সোনা জিতেছেন ৯২.৯৭ মিটার বর্শা ছুড়ে।

অন্য খেলাগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে সাইনা

হায়দরাবাদ, ১২ আগস্টঃ ভারতে ক্রিকেটে সুযোগ সুবিধা বেশি। এ কথা বলে দেশের একাধিক ক্রিকেট ভক্তর নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে হয়েছিল ভারতের ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার সাইনা নেহওয়ালকে। অনেকেই বলেন, যদি সত্যিই খুব নিবিড়ভাবে দেখা হয়, তা হলে নজরে পড়বে যে, ভারতীয় ক্রিকেট টিম যতটা জনপ্রিয়, ঠিক ততটা জনপ্রিয় খেলা দেশে আর নেই। বেশ কিছু খেলা নিয়ে ভারতে মাতামাতি হয় ঠিকই, কিন্তু সব কিছুকে টেক্কা দেয় ক্রিকেট। সম্প্রতি এক পডকাস্টে সাইনা পরিষ্কার জানিয়েছেন, দেশের ক্রিকেটারদের জন্য যে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে, তা অন্য খেলাগুলোতেও থাকলে ভারতেই ক্রীড়ার উন্নতি হবে। আর না হলে ক্রিকেট ও বলিউডেই দেশ আটকে থাকবে। সাইনার কথায়, ''আমি একবারও বলিনি ক্রিকেট কঠিন খেলা নয়, আর ব্যাডমিন্টনই একমাত্র কঠিন খেলা। আমি টেনিস, সুইমিং সব কঠিন খেলার নাম নিয়েছিলাম। ক্রিকেট, ফুটবল খেলা সহজ নয়। সব খেলাই কঠিন। প্রত্যেক খেলা নিজের জায়গায় সেরা। কিন্তু আমি বলতে চাই অন্য খেলাগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে। না হলে স্পোর্টিং সংস্কৃতিই তৈরি হবে না। ক্রিকেট, বলিউড ছাড়া আর কী আছে। সেটাই আমাদের ফোকাস হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হয়তো আমরাই পাশে দাঁড়াব কোনও অ্যাথলিটের। বলব ও তো পদক জিতেছে। ৪-৫টা পদক নিয়েই কী থেমে যেতে হবে? তা তো নয়। তাই আমি বলেছিলাম, সব খেলার পাশে দাঁড়াতে।''

প্যারিস অলিম্পিকের ১০ 'গ্রেটেস্ট শো'

গত ২৬ জুলাই শুরু হয়েছিল প্যারিস অলিম্পিক। ভারতীয় সময় গতকাল রাতে পর্দা নেমেছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর। প্যারিস দেখেছে স্মরণীয় বেশ কিছু মুহূর্ত। শেষ দিনের আগে এবারের অলিম্পিকের সেরা ১০ ঘটনার দিকে ফিরে তাকিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি-

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

● উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-বিতর্ক

এবারই প্রথম স্টেডিয়ামের বাইরে হয়েছে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সিন নদীকে ঘিরে ছিল এ আয়োজন। বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছিল অ্যাথলেটদের প্যারেডে। তবে বড় বিতর্ক ছিল অনুষ্ঠানের একটি অংশ নিয়ে। ফ্রান্সের সমকামী ডিজে বারবারা বুচের পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই মনে করেছেন, যিশুখ্রিষ্টের 'লাস্ট সাপার'-এর প্যারোডি করেছেন। যাতে প্রতিক্রিয়া আসে চার্চ নেতাদের, রক্ষণশীল সমাজ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকেও। যদিও শিল্পনির্দেশক টমাস জলি এমন উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন। তবে অনলাইনে হেনস্তার স্বীকার হতে হয় তাঁদের, যেটি গড়ায় পুলিশি অভিযোগ পর্যন্ত।

● জকোভিচের অর্জন, জকোভিচের কান্না

৩৭ বছর বয়সে এসে প্রথম অলিম্পিক সোনা। ফাইনালে কার্লোস আলকারাজকে হারানোর পর রোঁলা গাঁরোতে যে গর্জন করেছিলেন সার্বিয়ান তারকা, তা প্রতিধ্বনিত হয় পুরো রোঁলা গাঁরোয়। তবে এরপরই দেখা যায় ভিন্ন এক জকোভিচকে। মাত্র পঞ্চম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে 'গোল্ডেন স্লাম' (চারটি গ্রান্ড স্লাম ও অলিম্পিক সোনা) জেতার পর খেলোয়াড়দের বক্সে স্ত্রী ইয়েলেনা ও দুই সন্তানকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইতিহাসের সফলতম টেনিস খেলোয়াড়। জকোভিচ বলেন, 'নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারার চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হয় না।' আর আলকারাজ বলেন, স্পেনের আশাভঙ্গ করেছেন তিনি।

● বাইলসের কুর্নিশ নতুন রানিকে

সিমোন বাইলসের গল্পটা অন্য রকম। জিমন্যাস্টিকের সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন এবার তিনিই। তবে ফ্লোর ফাইনালে ব্রাজিলের রেবেকা আন্দ্রেড সোনা জেতার পর তাঁকে কুর্নিশ করেন বাইলস। যুক্তরাষ্ট্রের তারকা বলেন, ''এটাকেই উপযুক্ত মনে হয়েছে। রেবেকা দুর্দান্ত, সে-ই রানি।'' প্রাথমিকভাবে বাইলস রুপা ও তাঁর স্বদেশী জর্ডান চাইলস ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে কোর্ট অব অ্যারবিট্রেশন ফর স্পোর্ট ব্রোঞ্জটি দেয় রোমানিয়ার আনা বারবোসুকে। তাদের মতে, চাইলস প্রাথমিকভাবে যে পঞ্চম হয়েছিলেন, তা থেকে তাঁকে এগিয়ে নেওয়া উচিত হয়নি।

● ফটো ফিনিশ

আধুনিক অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে সূক্ষ্ম

ব্যবধানে নির্ধারিত হয় এবারের ১০০ মিটার স্প্রিন্টের ফাইনালের বিজয়ী। জ্যামাইকার কিশান টম্পসনকে এক সেকেন্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের ব্যবধানে হারান যুক্তরাষ্ট্রের নোয়াহ লাইলস। যেটি নির্ধারিত হয় ফটো ফিনিশে। লাইলস এসেছিলেন ট্রেবল জয়ের আশা নিয়ে। তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে, ৪X১০০ মিটার রিলে রেসে অংশই নিতে পারেননি আর।

● ক্রিকেট নেই তো কী!

অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরবে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে। তবে ভারত-পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ দেখা গেছে এবারও। অলিম্পিকে পাকিস্তানের ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রথম কোনো সোনা এনে দিয়েছেন জ্যাভেলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিম। অলিম্পিক রেকর্ড ৯২.৯৭ মিটার থ্রো করেন তিনি। টোকিওতে সোনা জেতা ভারতের নীরাজ চোপড়া পান রুপা। নাদিম পরে বলেন, ''ক্রিকেট ম্যাচ বা অন্য খেলায় দুই দেশের দ্বৈরথ আছে। তবে আমাদের খেলা দেখা এবং আমাদের অনুসরণ করাটা তরুণদের জন্য ভালো। দুই দেশের জন্যই এটি ইতিবাচক।''

● সেলফি যখন ভাইরাল

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে 'ঐক্য' ব্যাপারটা ঠিক নিয়মিত ঘটনা নয়। টেবিল টেনিসের মিশ্র ইভেন্টে পদক বিতরণীর মঞ্চে দুই দলের খেলোয়াড়দের সেলফিতে প্রকাশ পায় সেটিই। সোনা জেতা চিনের পেছনে থেকে রুপা জেতে উত্তর কোরিয়া, ব্রোঞ্জ জেতে দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপ সেলফি তোলেন দক্ষিণ কোরিয়ার লিম জংহুন। দক্ষিণ কোরিয়ার বহুল পঠিত দৈনিক পত্রিকা জংঅ্যাং ইলবো লেখে, 'দুই কোরিয়ার পতাকা আর স্যামসাং ফোন নিয়ে একটি সেলফি।'

● ট্রিউয়ের স্বপ্নযাত্রা

১৪ বছর বয়সেই সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার স্কেটবোর্ডিংয়ের নতুন তারকা অ্যারিসা ট্রিউ। দেশটির সর্বকনিষ্ঠ সোনাজয়ী এখন তিনিই। সে ইভেন্টে ছিলেন চিনের ১১ বছর বয়সী ঝেং হাওহাওও। যিনি অলিম্পিকে অংশ নেওয়া দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী। ট্রিউ বলেন, ''অলিম্পিকে স্কেটবোর্ডিং করা আর বাড়ির আশপাশে স্কেটবোর্ডিং করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে শুধু দর্শক বেশি।'' তাঁর কথায় দ্বিমত পোষণ করার বোধহয় খুব বেশি কিছু নেই-ও!

● লিঙ্গ বিতর্ক

''আমার অংশ নেওয়ার পুরো যোগ্যতা আছে, আমি অন্য যেকোনো নারীর মতোই। আমার জন্ম নারী হিসেবে, বেড়ে উঠেছি নারী হিসেবে, অংশও নিয়েছি নারী হিসেবে''-কথাগুলো আলজেরিয়ার বক্সার ইমানে খেলিফের। সোনা জেতার পর সমালোচকদের 'আক্রমণের' জবাব দিতে এসব কথা বলেন তিনি। লিঙ্গ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন বলে তাইওয়ানের লিন ইউ-টিংয়ের মতো খেলিফকে গত বছরের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার অংশ নেন দুজনই।

● লোপেজের 'হাই ফাইভ'

একই ইভেন্টে টানা পাঁচটি সোনা-এর আগে অলিম্পিক এমন কিছু দেখেনি। এবার সে কীর্তিই গড়লেন কিউবার কুস্তিগির মিহাইন লোপেজ। তিনি ছাড়িয়ে যান কার্ল লুইস ও মাইকেল ফেলপসের মতো কিংবদন্তিকে। শিগগির ৪২ পূর্ণ করবেন লোপেজ। টানা পঞ্চম সোনা জয়ের পর ম্যাটের মধ্যে নিজের জুতাজোড়া রেখে ইঙ্গিত দেন, এটাই শেষ! এরপর বলেন, ''কুস্তিই আমার জীবনের ভালোবাসা। এক জীবনের ভালোবাসা।''

● 'দ্য নেম ইজ দিকেচ'

রাতারাতি অনলাইনে ঝড় তুলেছিলেন তুরস্কের শুটার ইউসুফ দিকেচ। চোখে সাধারণ চশমা, পরনে টিশার্ট আর বাঁ হাত পকেটে গোঁজা-৫১ বছর বয়সী দিকেচের এ স্টাইল ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই। পিস্তলটি ছাড়া অন্যান্য শুটারদের মতো সে অর্থে বিশেষায়িত কোনো গিয়ারই ছিল না তাঁর। জেমস বন্ডের অনুসরণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন দিকেচকে নিয়ে পোস্ট করেন, 'দ্য নেম ইজ দিকেচ। ইউসুফ দিকেচ।'

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com